শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 30 April, 2021 ■ আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ১৬ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আরও মারাত্মক কোভিড, ত্রিপুরায় ১৭ জনের দেহে করোনার পরিবর্তিত রূপের প্রমাণ মিলেছে

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় করোনা আরও তেজিভাবে আছড়ে পড়েছে। ১৭ জনের দেহে করোনার পরিবর্তিত রূপ মিলেছে। তাতে, ১১টি ডাবল মিউট্যান্ট, ৫টি ইউকে ভেরিয়েন্ট এবং ১টি দক্ষিন আফ্রিকার ভেরিয়েন্ট পাওয়া গেছে। বিষয়টি খুবই উদ্বেগের বলে মেনে নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। কারণ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্যে ভাইরাস-র ওই পরিবর্তিত রূপগুলি সমস্ত কিছু ছারখার করে দিচ্ছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, ডাবল মিউট্যান্টে আক্রান্ত হয়ে ত্রিপুরায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এজিএমসি-র প্রধান মাইক্রো-বায়োলজিস্ট ডা: তপন মজুমদার বলেন, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে করোনার প্রাদুর্ভাব প্রথম দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে একাধিকবার ওই ভাইরাস তার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় গত এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাইরাসের ৩ ধরনের প্রকারভেদ পাওয়া গিয়েছে। তবে, এবছর জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চের দেশে ইউকে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজেলিয়ান ভেরিয়েন্ট পাওয়া গেছে। ওই ভাইরাসের সংক্রমণের ক্ষমতা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি এবং টিকাও তেমন প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কল্যানীতে ল্যাবে ১৯টি নমুনা পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে ১৭টি নমুনা চিন্তার ভাজ ফেলেছে। তিনি বলেন, গত ১২ এপ্রিল ওই নমুনাগুলি পাঠানো হয়েছিল। আজ রিপোর্ট এসেছে। তাতে দেখা গেছে, ১১টি ডাবল মিউট্যান্ট, ৫টি ইউকে ভেরিয়েন্ট এবং ১টি দক্ষিন আফ্রিকার ভেরিয়েন্ট পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, ডাবল মিউট্যান্টে আক্রান্ত হয়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। ডা: মজুমদারের দাবি, ত্রিপুরায় এখনো ব্রাজেলিয়ান ভেরিয়েন্ট-এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পূর্বের মতোই বহির্রাজ্য থেকে আসা যাত্রীদের বাড়ির গেটে স্টিকার ও হাতে স্ট্যাম্প

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনার ভয়াবহতা মোকাবিলায় পূর্বের মতোই বহির্রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় আসা যাত্রীদের বাড়ির গেটে স্টিকার এবং হাতে স্ট্যাম্প দেওয়া হবে। জেলাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং আরক্ষা প্রশাসনের সাথে স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিবের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মূলত, ত্রিপুরায় কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহার সভাপতিত্বে আজ ভিডিও কনফারেন্সে জেলাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও আরক্ষা প্রশাসনের সাথে ওই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১৬৬ জন, সক্রিয় ১০২০

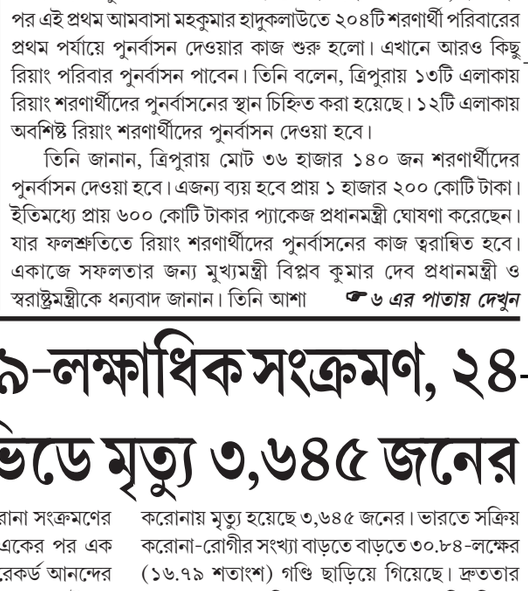

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.)।। যত বেশি নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ততই বাড়ছে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৬ জন। ৫০৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। যা দ্বিতীয় ঢেউ-এ এখন পর্যন্ত সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গত বছরের থেকেও ভয়ানক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে চিহ্নিত ১৩টি এলাকায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.)।। দুই দশকের অপেক্ষার অবসান। ত্রিপুরায় চিহ্নিত ১৩টি এলাকায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এই স্থানগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। আজ আমবাসার হাদুকলাউতে রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন কেন্দ্রের ফলক উন্মোচন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, এখানে ২০৪টি পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা গোবেকর ময়ূর রতিলাল ও জেলার পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুদীর্ঘ ২৩ বছর পর প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কাজ রাজ্যে শুরু হয়েছে। তাঁর কথায়, ২৩ বছর পর এই প্রথম আমবাসা মহকুমার হাদুকলাউতে ২০৪টি শরণার্থী পরিবারের প্রথম পর্যায়ে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ শুরু হলো। এখানে আরও কিছু রিয়াং পরিবার পুনর্বাসন পাবেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ১৩টি এলাকায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। ১২টি এলাকায় অবশিষ্ট রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় মোট ৩৬ হাজার ১৪০ জন শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এজন্য ব্যয় হবে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার প্যাকেজ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত হবে। একাজে সফলতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিএম'র বরখাস্তের দাবীতে বিধায়ক আশীষ দাসের ধরনা ২য় দিন অতিক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। বিয়ে বাড়িতে রাতে আইন কার্যকর করার নামে তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় পশ্চিম জেলার জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদবকে এখনো পর্যন্ত বরখাস্ত না করায় বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডক্টর সতীশ কুমার যাদবকে বরখাস্তের দাবিতে বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনেও রাজধানী আগরতলা শহরের সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনা সংগঠিত করেন বিধায়ক আশিস দাস।

দ্বিতীয় দিনে ধরনায় বসে আশিশ দাস বলেন যতদিন পর্যন্ত পশ্চিম জেলার জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদবকে বরখাস্ত না করা হবে ততদিন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তিনি এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উগ্রে দেন। তিনি বলেন জেলাশাসকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় রয়েছে। যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে কেন জেলাশাসককে বরখাস্ত করা হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক আশিস দাস। তিনি আরো বলেন অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তারা দুজনেই সম দোষে দোষী। বিধায়ক বলেন বিষয়টি এখন আর রাজ্যস্তরে নেই, বিষয়টি জাতীয় স্তরের ইস্যু হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন চণ্ডীগড়ের বিজেপির প্রদেশ প্রবক্তা গৌরব গোয়েল মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেচের অভাবে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, অভিযোগ কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। কৃষি জমিতে জল সেচ নিশ্চিত করার দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির দুই সদস্যক প্রতিনিধি দল সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। দীর্ঘ অনাবষ্টি ও সেচ ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ায় কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। রাজ্যের কৃষকদের শেষ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ইঞ্জিনিয়ারের বিস্তারিতভাবে অবগত করেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শেষ ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে তারা চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে জানান। চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেও এসব বিষয় স্বীকার করেছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুর স্টেশনে চলছে যাত্রীদের করোনা টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ এপ্রিল।। করোনার দ্বিতীয় স্ট্রেনের ভয়ঙ্কর পরিনতির দিকে লক্ষ্য রেখে উদয়পুর রেল স্টেশনে চলছে করোনার সোয়াব পরীক্ষা। গত দুদিন থেকে উদয়পুর রেল স্টেশনে শুরু হয়েছে করোনার সোয়াব পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার উদয়পুর রেল স্টেশনে গিয়ে সরেজমিনে সমস্ত ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন গোমতী জেলাশাসক ডঃ তরুণ কান্তি দেবনাথ।

ড: তরুণ কান্তি দেবনাথের সাথে উপস্থিত ছিলেন মাতারবাড়ি ব্লকের বিডিও (সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক) সৌরভ দাস ও ত্রিপুরা সুন্দরী মহাকুমা হাসপাতালের মহাকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নুপুর দেববর্মা। আজকে মাতারবাড়ি রেলস্টেশনে ৪৩ জন যাত্রীর করোণা পরীক্ষা করা হয় এবং গতকাল সহ আজ মোট ৮০ জন যাত্রীর সোয়াব টেস্ট করা হয়।৮০ জনেরই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানান গোমতী জেলা শাসক ডঃ তরুন কান্তি দেবনাথ। এদিন সকাল সাড়ে এগারোটায় উদয়পুর রেল স্টেশনে যে ট্রেনটি আসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। বিশালগড়ের কদমতলী কলোনি এলাকায় আনোয়ারা বেগম নামে এক গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ। স্বামী জাহাঙ্গীর হোসেনের বাড়িতে হামলা ভাঙচুর অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের।

পারিবারিক অশান্তির জেরে বিশালগড়ের কদমতলী কলোনি এলাকায় বৃহস্পতিবার এক গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। গৃহবধুটির নাম আনোয়ারা বেগম। তার স্বামীর নাম জাহাঙ্গীর হোসেন। স্বামী পেশায় রাজমিস্ত্রি। জানা গেছে বেশ কিছুদিন ধরেই পারিবারিক কলহ চলছিল। পারিবারিক কলহের জেরেই গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে পরিবারের লোকজনরা বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে তার বাপের বাড়ির লোকজন ছুটে আসেন। বাপের বাড়ির লোকজনরা উত্তেজিত হয়ে জাহাঙ্গীর হোসেনের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। তবে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা। ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা নিয়ে এবিভিপির ব্যতিক্রমি কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রাজ্যেও সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় জনমনে আতঙ্ক বাড়ছে। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় হল সচেতন থাকা।

গতবছর করোণা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সচেতন নাগরিকরা দারুন ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ বছরও প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলির জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য এগিয়ে এসেছে।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বাধারঘাট নগর শাখার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বাধারঘাট রাম ঠাকুর কলেজ সংলগ্ন এলাকায় পদ নাটকের মধ্য দিয়ে জনগণকে সচেতন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে ৩.৭৯-লক্ষাধিক সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু ৩,৬৪৫ জনের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.)।। করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে আক্রান্তের সংখ্যায় একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারত। এই রেকর্ড আনন্দের নয়, চিন্তার! ভারতে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাস কেড়ে নিল আরও ৩,৬৪৫ জনের প্রাণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৩.৭৯-লক্ষাধিক মানুষ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৭৯,২৫৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৬৪৫ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৩০.৮৪-লক্ষের (১৬.৭৯ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫০৭ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৫০,৮৬,৮৭৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮২.১০ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবিভিপির করোনা নিয়ে ব্যাতিক্রমি জন সচেতনতা কর্মসূচি বাধারঘাটে। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

টেপানিয়া হাসপাতালে মহিলার গলার চেইন চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ এপ্রিল।। টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে এক মহিলার গলা থেকে এক ভরি পাঁচ আনা ওজনের স্বর্ণের চেইন চুরি করার ঘটনায় চাঞ্চল্য, উৎকন্ঠা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে হাসপাতালে আসা দুলাল মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে বেরধর মারধর করলো উত্তেজিত জনগন।

সূত্র মারফৎ জানা যায় জানা যায় অমরপুর থেকে উদয়পুর টেপানিয়া গোমতী জেলা হাসপাতালে আসা এক রোগীর গলার চেইন হারিয়ে যায়, পরবর্তী সময় ওই মহিলা দুলাল মিয়ার বিরুদ্ধে স্বর্ণের হার চুরি করার অভিযোগ করেন। অভিযুক্ত দুলাল মিয়া ঘটনাস্থল থেকে অটো ধরে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলে উত্তেজিত জনগণ দুলাল মিয়াকে আটক করে। দুলাল মিয়ার বাড়ি উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই সময় হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয়রা আর কে পুর থানায় খবর দিলে, পুলিশ এস রক্তাক্ত অবস্থায় দুলাল মিয়াকে উদ্ধার করে আর কে পুর থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য,উৎকন্ঠা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে জেলা হাসপাতাল এলাকায়।

হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয় স্বজনরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। উত্তেজিত জনতা ও রোগীর আত্মীয়রা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে অভাবের তাড়নায় সদ্যোজাত শিশু বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। অভাবের তাড়নায় সদ্যোজাত শিশু বিক্রির ঘটনা ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। জেলা হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত শিশু বিক্রির ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।বৃহস্পতিবার সকালে শিশু বিক্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল চত্বর।

অভিযোগ বৃহস্পতিবার সকালে ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল থেকে এক সদ্যজাত শিশুকে বিক্রি করা হচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ চাইল্ড লাইনের কাছে খবর গেলে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পৌছায় চাইল্ড লাইনের সদস্যরা। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ছুটে আসে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারম্যান এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা এবং একাধিক কর্মকর্তা চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ছুটে যান। উত্তর জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারম্যান উদয় শঙ্কর দেবনাথ জানিয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল থেকে একটি চক্র অবৈধ পথে সদ্যোজাত শিশু বিক্রি হচ্ছিল বলে তার কাছে খবর আসে। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে তা হাতেনাতে প্রমাণ মিলেছে।যদিও সদ্যোজাত শিশু বিক্রির বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করেছেন সদ্যজাতের মা। উনার কথামতো বিগত ছয় মাসের ওপর সময় ধরে সদ্যজাতের পিতার কোন খবর নেই। সদ্যেজাত কন্যা সন্তানটি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।

এরইমধ্যে পূর্বেও উনার তিনটি সন্তান রয়েছে।তাদের নিয়েও সংসার প্রতিপালন করা উনার পক্ষে বর্তমানে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরইমধ্যে বাড়ির কর্তার সাথে কোন যোগাযোগ না থাকায় উনি নিরুপায় হয়ে স্বেচ্ছায় কুমারঘাটের এক নিঃসন্তান দম্পতির নিকট শিশুটির প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়েছেন। এদিকে ঘটনার বিস্তারিত জানাতে গিয়ে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সহ-অধিকর্তা জন ক্যালভিন দেববর্মা বলেন এ ধরনের কার্যকলাপ আইনবিরোধী। সদ্যোজাত শিশু বিক্রির বিষয়টি সঠিকভাবে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৯৬ ◘ ৩০ এপ্রিল ২০২১ ইং ◘ ১৬ বৈশাখ ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

প্রকৃতির প্রতি উদাসীনতা

প্রকৃতির সৃষ্টি অন্যতম জীব মানুষ। ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ নিজেদেরকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ বহু উন্নত হইয়াছে। আগুন আবিষ্কার হইতে শুরু করিয়া বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মানুষ করিতে পারেনা এমন কাজ নাই। শুধুমাত্র সৃষ্টি এবং প্রলয় মহাজাগতিক ঘটনা হিসেবে এখনো পরিগণিত।আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ যেমন উন্নতির শিখরে পৌঁছিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ বন্যপ্রাণী সহ অন্যান্য প্রাণীদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। এর ফলশ্রুতিতে বন্যপ্রাণীরা ক্রমশই হারাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে।এর দায় মানুষ কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। লুপ্তপ্রায় প্রাণী গুলিকে সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।মানুষ যদি এসব বিষয়ে সচেতন না হয় তাহা হইলে প্রকৃতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়িতে বাধ্য হইবে। এটি শুধু প্রকৃতির অভিশাপ নয়। বন্যপ্রাণীদের বিলুপ্তির জন্য অনেকাংশেই দায়ী মানুষের সশস্ত্র সংগ্রাম। সম্প্রতি প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়া কাজ করা এক সংস্থার সমীক্ষায় উঠিয়া আসিয়াছে এই তথ্য। এর মধ্যে গরিলাকে নিয়া উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি এমনই আরও ২০০টি প্রাণীর বিলুপ্ত হইতে চলার নেপথ্যে এই কারণকে দায়ী করিয়াছেন বিশেষজ্ঞরা। একদিকে যেমন অরণ্য ধ্বংসের মতো কারণ বন্যপ্রাণীদের বিপন্নতার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে অপরদিকে, জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়া গেরিলাযুদ্ধে শামিল আন্দোলকারীদের সশস্ত্র সংগ্রাম - জোড়া ফলায় সবচেয়ে বিদ্ধ গরিলা প্রজাতি।

আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থার সমীক্ষা বলিয়াছে, গরিলা ছাড়া ২১৯ টি প্রজাতিও একই কারণে বিপদের মুখোমুখি। এ ধরনের সশস্ত্র সংগ্রাম শুধু মানুষের প্রাণহানিই ঘটায় না, প্রকৃতির উপরও এ এক মারাত্মক অত্যাচার। যার ফল ভুগিতে হয় বন্যপ্রাণীদের। প্রায় ৭০০০টি ঘটনার উপর সমীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে সংস্থাটি। সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন এলাকা অর্থাৎ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এই সমস্যা অধিক। প্রায় ৩০ হাজার প্রাণী ও উদ্ভিদ বিপন্ন হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই তালিকা খতিয়ে দেখিয়াই বিশেষজ্ঞরা দেখিয়াছেন, কঙ্গো, রোয়ান্ডা, উগান্ডা - এই তিন দেশে গরিলারাই সবচেয়ে বেশি সংকটে। জঙ্গলের অন্দরে অর্থাৎ যেখানে পরিবার নিয়া তাহাদের বাস, সেসব জায়গাতেও এখন মানুষের প্রবেশ ঘটিতেছে। অরণ্যের আড়ালে চলে সশস্ত্র সংগ্রামও।

পরিসংখ্যান দিয়ে আইইউসিএন জানাইয়াছে , জঙ্গলের কোর এরিয়ার ১৫ তাহাদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু ৩ শতাংশ এলাকায় মিলিশিয়া বা জঙ্গিরা গেরিলা যুদ্ধ চালায়। সংরক্ষণ, ভারসাম্য বজায় রাখিবার মধ্যে দিয়া প্রকৃতিকে বাচাইয়া বন্যপ্রাণদের সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। সংস্থার পরিবেশবিদ, সমাজ বিশেষজ্ঞ কার্সনে ওয়াকার এই কথা জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে, এই ধরনের যুদ্ধ থামাইতে না পারিলে মনুষ্যপ্রজাতি নয়, তাদের চেয়ে অনেক বেশি বিপদের মুখে পড়িবে গরিলা জাতীয় প্রাণীর দল। তবে মানুষে-মানুষে লড়াইয়ে যে বন্যপ্রাণীরা এভাবে সংকটের মুখে পড়িত, তাহা কিন্তু এই সংস্থার সমীক্ষার আগে বোঝাই যায়নি। এটাই বোধহয় তাদের প্রতি উদাসীনতার সবচেয়ে বড় নজির। উদাসীনতা ছাড়িয়া প্রতিটি জীবকে নিজের মতন স্বাধীনভাবে বাচিয়া থাকিবার অধিকার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলেই প্রকৃতি তার নিজের রূপ ফিরিয়া পাইবে। গোটা বিশ্ব আবারো শান্তির স্বর্গভূমি হইয়া উঠিবে।

বিজেপি কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ দুবরাজপুরে

দুবরাজপুর, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : দুবরাজপুর বিধানসভার অন্তর্গত পাসুন্ডি পঞ্চায়েতের পশ্চিম বরকলা গ্রামে ১৮ নং বুথে ভোট দিতে যাওয়ার সময় বিজেপি কর্মীর উপর হামলা। অভিযুক্ত তৃণমূল। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

দুবরাজপুর বিধানসভায় পাসুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বরকলা গ্রামে বাবাকে নিয়ে ভোট দিতে যাচ্ছিল। সেই সময় বাবা সুবোধ মন্ডল ও ছেলে শচীন মন্ডলকে আচমকা আক্রমণ করে বলে আভিযোগ। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছে যায়।ওই গ্রামের একাধিক পরিবার আক্রান্ত হয়ে ভোট দিতে পারেনি। বিজেপির অভিযোগ পরিকল্পনা করেই এই ধরনের আক্রমণ করা হয়েছে। যাতে গ্রামে আতঙ্কে পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যদিও তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করে জানায়, নিজেদের মধ্যেই অশান্তির জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

ভাঙড়ে বোমা তৈরির কারখানার হদিশ, উদ্ধার প্রচুর তাজা বোমা

ভাঙড়, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : ভাঙড়ে বোমা তৈরির কারখানা উদ্ধার করল পুলিশ। পাশাপাশি শুক্রবার আরও দুটি জায়গা থেকে উদ্ধার প্রচুর তাজা বোমা। লাগাতার বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভাঙড় জুড়ে। শুক্রবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভগবানপুরে যায় কাশীপুর থানার পুলিশ।কাশীপুরে মাঠের মাঝখান থেকে একটি ড্রাম উদ্ধার করে। তার মধ্যে থেকে মোট ১৬ টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বোমা গুলি উদ্ধার করে বোম স্কোয়ারডকে খবর দেয় কাশীপুর থানার পুলিশ। অন্যদিকে কাশীপুর থানার কাটজালা এলাকায় পুলিশ খবর পায় বোম তৈরির কারখানা চলছে। খবর পাওয়ার পরই সেখানে হানা দেয় পুলিশ। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পায় প্রচুর বোমা তৈরির মশলা পড়ে রয়েছে। প্রচুর বোমাও মজুত ছিল। সেই বোমা-গুলি ড্রামে ভর্তি করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল দুষ্কৃতীদের। পুলিশ বোমা গুলি উদ্ধার করে কারখানাটি ভেঙে দেয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এলাকায় আইএসএফ কর্মীরা এই বোমা তৈরির কারখানা চালাচ্ছিল। যদিও আইএসএফ নেতৃত্ব বিষয়টি অস্বীকার করেছে। পাল্টা তারা তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

তারাপীঠে পুজো দিতে গিয়ে বেকায়দায় এবার সিআরপিএফ জওয়ান

তারাপীঠ, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : বীরভূমে হাই ভোল্টেজ ভোট চলাকালীন ডিউটির মধ্যেই জলপাই উর্দিতে পুজো দিলেন সি আর পিএফের কর্তা। তারাপীঠে পুজো দিতে গিয়েছিলেন সিআরপিএফের আইজি এস কে মোহান্তি। এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

ফাঁকে সদলবলে গিয়েছিলেন তারাপীঠে পুজো দিতে। আজ যখন এই জেলাতে ভোটপর্ব চলছে সেই সময় তারাপীঠে পুজো দিতে গিয়েছিলেন সিআরপিএফের আইজি পদমর্যাদার আধিকারিক এস কে মোহান্তি। তিনি একাই নন, সদলবলে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। গোটা ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে উঠল কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ। উর্দি পরিহিত অবস্থায় তারাপীঠে রীতিমতো ডালা নিয়ে কীভাবে পুজো দিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গতকালই নির্বাচন কমিশনের 'নজরবন্দি' থাকা অবস্থায় আধিকারিক এবং বাহিনীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারাপীঠ গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছেন বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। আজ সিআরপিএফ জওয়ানের এই কাণ্ড নিরাপত্তার ফাঁকফোকরগুলি আরও বেশি করে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে এই খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরই তৎপর হয়ে ওঠে নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন কীভাবে তিনি তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে পারেন তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। যদিও ওই আইজি-র বক্তব্য, তাঁর এই পুজো দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা বা ডিউটিতে কোনও খামতি ছিল না। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

অক্সিজেনের আকাল, শুরু হয়েছে করোনা নিয়ে নতুন কুনাট্য

শোভনলাল চক্রবর্তী

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল দেশ। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার ওরফে মোদি-শাহ জুটি গত ছয়মাস যাবত করোনা ব্যাপারটিতে স্রেফ ভুলে মেরে দিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁরা বোটের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের বা অন্য সরকারি নেতানেত্রীদের সময় হয়নি কোভিড হাসপাতাল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করার বা হাসপাতালে আলাদা করে কোভিড বেড তৈরি করে রাখার। আজ লোহার খাট, বিছানার সঙ্গে স্যালাইন জোলানোর স্ট্যান্ড লাগিয়ে তাঁরা কোভিড চিকিৎসার শয্যা বানাচ্ছেন। সেখানে নেই কোনও অক্সিজেনের ব্যবস্থা। আমাদের অপরিণামদর্শী সরকার বাহাদুর গত বছর দশ হাজার টন অক্সিজেন ঢাকঢোল পিটিয়ে বিদেশে রফতান করেছেন, আর এখন দেখ জুড়ে চলছে অক্সিজেনের জন্য হাহাকার। অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ হারাচ্ছেন করোনা আক্রান্ত মানুষ। একই সিলিন্ডার থেকে একাধিক রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। জল থেকে তুলে আনা মাছের মতো খাবি খাচ্ছেন তাঁরা, এই দৃশ্য আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখছি। এই পরিস্থিতির দাম নিতে মোদি সরকারকে। ভুললে চলবে না গত বছর পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দুর্গাপুজোয় করোনা বিধি নিয়ে কড়াকড়ি করায়, দুর্গাপুজোর পর করোনার প্রকোপ বাড়েনি। সেই ঘটনার উল্টো ব্যাখ্যা করে মোদি শাহের বিজেপি এবার বাংলায় বোট প্রচারে এসে বলে বেড়াচ্ছিলেন আমরা ক্ষমতায় এলে দুর্গাপুজো হয় না। অথচ তহাশাজনক সত্যিটা হল বিজেপি শাসকরা নিজেরা করোনার উৎস সন্ধানে দিল্লির তবলিগি জামাতের দিকে তাকালেও হরিদ্বারের কুম্ভ মেলাকে সময়কালে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন মনে করেননি। ফলে উত্তরাখণ্ডে মোদির দলের সৌজন্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সঙ্ঘ পরিবারের যাঁরা বলে বেড়াতেন গরুর নিঃশ্বাসে প্রচুর অক্সিজেন সিলিন্ডার খুঁজে ফিরছেন কেন? দুঃখের এই যে রাজনৈতিক দলের অপরিণামদর্শিতার দায় চোকাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাতের মতো রাজ্যে অনির্বাণ শিখার মতো জ্বলছে চিতার পর চিতা শ্মশানে শ্মশানে ঝুলছে ঠাঁই নেই নোটিশ। অমানবিকাতার নির্মম প্রদর্শনী দেখছেন দেশবাসী। গাজিয়াবাদের ফুটপাথে মৃতদেহ দাহ করার দৃশ্য সামনে এসেছে। আর আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এমন সঙ্গীন অবস্থায় নির্লজ্জের মতো নিদান দিচ্ছেন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিন। মাননীয় প্রধনমন্ত্রী, আপনি তবে গদি আঁকড়ে, রয়েছেন কী করতে? নেমে আসুন গদি ছেড়েষ মানুষ নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে। আপনাদের পুষে কি লাভ আমাদের? সকলেই টিকা কিনতে পারবে, কিন্তু নিজের দায়িত্বে। আজ টিকার হাহাকারের মাঝে সাধারণ মানুষ আবার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াবেন, প্রাণ হারাবেন, কেন? রাজ্যগুলোর টিকা কিনতে পারবে কিন্তু নিজের পয়সায়। একদিন ধরে টিকা রাজধানী গল্প শুনিয়ে অপদার্থের মতো এখন দায় ঝেড়ে ফেলা, এই তাহলে কেন্দ্রে টিকা নীতি। দেশের মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে এইভাবে পালিয়ে যেতে আমরা আর কোনও প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি কি? আথচ পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্য গত ফেব্রুয়ারিতে যখন নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী টিকা কেনার কথা বলেছিল তখন ভোটের আগে নিয়ন্ত্রণের উদগ্র বাসনায় কেন্দ্র তাতে রাজি হয়নি। এখন সেই তারাই রাজ্যের ঘাড়ে আর্থিক বোঝার দায় চাপিয়ে পালাচ্ছেন। রাহুল গান্ধি যখন দেশের সব নাগরিককে টিকারণ করতে হবে বলেছিলেন, তখন মোদি ব্রিগেড রে রে করে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, রাহুল 'ওষুধ শিল্পের দালালি' করছেন। আজ সেই দালালি করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। নইলে কোন সাহসে টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থা জানান যে তারা টিকা কেন্দ্রকে বিক্রি করবেন ১৫০ টাকায় রাজ্যকে ৪০০ টাকায় আর বেসরকারি হাসপাতালে ৬০০ টাকায়? কেন্দ্রীয় সরকার এই দামের অনুমোদন করল কেন? উত্তর নেইষ কারণ প্রধানমন্ত্রী দেশ চালানো বলতে বোঝান বজ্রমুঠিতে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করা। নাগরিকের স্বার্থরক্ষা তার ব্যাকরণ বহির্ভূত। দেশের সংবিধান এমন অভূতপূর্ব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু সে সব প্রয়োগ করা হবে বলে মনে হয় না। কারণ এই সরকারকে যতটুকু চেনা গেছে, তাতে এটা নিশ্চিত যে তাঁরা এই পরিস্থিতিতেও নোংরা রাজনীতি করবেন। চেষ্টা করবেন যাতে রাজ্যগুলো টিকাকরণ কর্মসূচিতে ব্যর্থ হয়। তা না হলে কোন যুক্তিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের টিকার দাম আলাদা ধার্য্য হল। করোনার কালবেলায় যখন টিকার অধিকার প্রত্যেক দেশবাসীর তখন কোথায় সরকার বিনা পয়যাশ সকলকে টিকাকরণ করবেন, তা নয় সরকার নতুন কুনাট্যের সূচনা করলেন। তাই করোনার দিকে একটা আঙুল উঠলে এখন মোদি অ্যান্ড কো-এর দিকে উঠবে চারটে আঙুল। বাংলার ভোটের শেষের পর্বে সেটা বিজেপি'র পক্ষে হবে বুমেরাং। করোনার প্রকোপ ঠেকাতে কেন শেষ কয়েকটি দফা একসঙ্গে করার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি হলেন না মোদি-শাহ, থুড়ি, নির্বাচন কমিশন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী ভ্যাকসিন, অক্সিজেন ও ওষুধের পর্যাপ্ত যোগান না থাকা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভোটের মঞ্চে অভিযোগ জানাতে শুরু করেছেন। পাশাপাশি কেন্দ্র প্রতিষেধক দেওয়ার বয়সের সীমা আঠারো বছরে নামিয়ে আনার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সকলের জন্য প্রতিষেধকের দাবিটিকে ফের রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর পিরসর পেয়ে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে করোনার বলটি এখন বিজেপি'র কাছে গুগলি হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে দেশের শাসক সব বুল একসঙ্গে করেন, তাঁদের বাঁচবে কে? পৃথিবীর অন্যান্য দেশ টিকার সংস্থানের জন্য হয় নিজেদের দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে, যেমন চিন, অথবা টিকা উৎপাদন সংস্থার সঙ্গে আগাম টাকা দিয়ে তাদের থেকে নির্দিষ্ট ডোজের টিকা কেনার ব্যবস্থা করেছে, যেমন, আমেরিকা। আমাদের সরকার কোনোটাই করেনি। টিকার অভাবের কথা উঠলে হয় হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, 'সব ঝুটা হ্যায়', আর তা না হলে বরাভয় দিয়ে শুনিয়েছেন যে ভারতই হবে বিশ্বের টিকার রাজধানী। এখন তাঁরা পিছন ফিরে বলছেন, ১৮ থেকে ৮০ সকলেই টিকা পাবেন তবে নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে। এই অবিমিশ্রকারিতার দাম চোকাতে হবে মোদি সরকারকে। না পরিকাঠামো উন্নয়ন, না জনসচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা, না গণটিকাকরণের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে। উল্টে রাজ্যের টিকাকরণ যাতে ব্যর্থ হয়, তার জন্য পিছন থেকে দামের ছুরি। এত অধর্ম শেষ পর্যন্ত সইবে তো?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মরে শান্তি না পেলেও প্রশ্নে অশান্তি করবেন না

নরেন্দ্রনাথ কুলে

মরেও শান্তি নেই। এ কথাটা সংসারে কখনও কখনও শোনা যায়। তবে সেই অশান্তি যে কী তার আলোচনা এখানে নয়। কিন্তু আজকের ঠিক এই সময়ে 'মরেও শান্তি নেই' কথার গুরুত্ব বা তাৎপর্য বেশ বোঝা যাচ্ছে। করোনা ঢেউয়ে যাঁরা মৃত্যুমিছিলে সামিল হচ্ছে, তাঁরা মরেও শান্তিতে নেই। মৃত্যুর পরেও অবহেলায় পড়ে থাকতে হয় বাসপাতালে, ঘরে। করোনার ভয় তার নেই। কিন্তু করোনার বয় সামাজিক সিস্টেমের গভীরে ঢুকে পড়েছে। শ্মশানে জায়গা নেই। টিতার জন্য অপেক্ষা করতে হয় গাদাগাদি করে। আসলে মানুষকে বাঁচানোর জন্য সিস্টেমে যদি ঘাটতি থাকে, মৃত্যুর পরে শ্মশানঘাট ফাঁকা থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। হাসপাতালে শয্যা নেই। পুটপাথে জায়গা নেই। বাঁচার জন্য অক্সিজেন নেই। শ্মশানে টিতা খালি নেই। তাই মরেও সান্তি নেই। আসলে উন্নয়ন বাঁচার কথা বলে বলেই হয়ত 'মরেও শান্তি নেই' কথাটা যথাযথ। যথাযত বলেই মানুষ হয়ত রা কাড়েনি। করোনার সুনামি ঢেউ থেকে পালিয়ে বাঁচা যাবে না বলে মানুষ যেন মেনে নিয়েছে সবকিছু। তাই প্রশ্ন করে না এত নেই কেন। এমনকী শ্মাশনের চিতায় শান্তিতে জ্বলে যাওয়ার অধিকার নেই কেন। চিতার আগুনের প্রশ্নে দেশদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব নেই। এরা আগুন জ্বেলে আগুন নেভানোর কথা বলে। তাই মানুষ মরছে করোনায়। সেখানে অক্সিজেন নিয়ে জলঘোলা করার দরকার নেই বলে তারা মনে করতে পারে না। প্রশ্ন যে করবে সে রাজনীতি করে। আর যাদের ব্যর্থতায় মানুষকে মরতে হয় তাঁরা কোনো রাজনীতি করে না। এটা ঠিক অতিমারিতে সব মানুষকে বাঁচানো যায় না। তাহলে অতিমারির কবলে মৃত্যুর দায় অন্যের ঘাড়ে যাবে কেন? তারদায় তো অতিমারির। এই সহজ কথাটা সহজভাবে না বুঝলে তা তো রাজনীতি করারই সামিল। অতিমারি তো হাসপাতাল, অক্সিজেন সহ চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা তুলনায় চেয়ে বেশিই থাকত। তবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে বার্তা ছিলই। কিন্তু আমরা এতটাই 'আত্মনির্ভর' -এ আত্মবিশ্বাসী সেখানে কোনো নিন্দুকের কথা আমল পাবে কেন।

করোনা মোকাবিলায় বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে ভারত এমনই দাবি করে গত জানুয়ারিতে এক ফোরামের ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বিশ্বকে বিরাট বিপর্যয় থেকে ভারত বাঁচিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের লড়াই দেখে সারা বিশ্ব যে অনুপ্রাণিত হয়েছে তাই তিনি বলেছেন। তাই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বারত করোনা মাহামারিকে শেষ করে দিয়েছে। এমন বাগাড়ম্বর হয় আত্মবিশ্বাসের চরম পর্যায় হতে পারে, নয় ফাঁকা কলসির শব্দ হতে পারে। এই সময়ে করোনার করুণার চিত্র থেকে পরিষ্কার তাঁদের সেই বাগাড়ম্বর কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা ব্যর্থ না সার্থক তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। অবশেষে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সুনামির আকার পরিষেবা যে ব্যর্থ হয়ে পড়েছে দিল্লির চেহারা তাই বলছে। অথচ এই ঢেউ যে আসবে তঅর সতর্কবার্তা ছিল। কিন্তু সেভাবে সতর্ক হয়নি কেউই। তাই মানুষ যেন আজ নেই রাজ্যের বাসিন্দা। হাসপাতালে শয্যা নেই। বাঁচার জন্য অক্সিজেন নেই। এমনকী মৃত্যুর পর শ্মশানেও ঠাঁই নেই। এ সব কিছুই সব উন্নয়নকেই প্রশ্ন তুলে ধরে। কিন্তু সে প্রশ্নের ধার ধারে কে। অতিমারির ঢেউ মানুষই তো ডেকে এনেছে তাই তার দায় মানুষকেই নিতে হবে। এ কথার প্রচ্ছন্ন চায়া যে নেই তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্বাস্থ্যবিধি মানুষ না মানলে মানুষের দায় রাজনৈতিক চাপানউত্তোর চলে, কিন্তু মানুষের যে সুরাহা হয় না তা শ্মশানের চিতা উত্তর দিচ্ছে। অতিমারি থেকে মানুষকে বাঁচতে হবে নিজের দায়িত্ব, না প্রশাসন বা সরকার দায়িত্ব নেবে। এ তো লাখ টাকার প্রশ্ন। তাই সরকারি কৌসুলি করোনায় কোনও মৃত্যু অক্সিজেনের অভাবে কিনা তা নিয়ে অনায়াসে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কারণ দেশে অক্সিজেনের অভাবে নেই বলে মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু মানুষ মরে কারণ তার কারণ অন্য হতেই পারে। করোনার মোকাবিলায় ভারতের পদক্ষেপ প্রশংসনীয় বলে অনেক প্রচার হয়েছে। নিজের ঢাক নিজে বাজিয়ে তার প্রচার মানুষকে সাহস জুগিয়েছে। সেই সাহসিকতার বলি মানুষকেই হতে হচ্ছে। তা হয়ত মানুষ আজ বুঝতে পারছে কিনা বলা যায় না। মানুষ যত কম বুঝতে পারে ততই ভালো। কিন্তু ভালো কার। সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছায়াছবিতে একটা কথায় তা পরিষ্কার। ছবিতে হীরক রাজ বলেছেন, 'এরা যত বেশি জানে, তত কম মানে'। তাই মানুষ কম জানলে তাঁদের সামনে রাজার আত্মম্ভরিতা বাড়ে। আমাদের দেশের রাজার আত্মম্ভরিতা দেশের মানুষ বুঝতে পারুক আর নাই পারুক, ব্রিটিশ পত্রিকা 'দ্য গার্টিয়ান' তা বলেছে। এই পত্রিকা বলেছে, ভারতের কোভিড বিপর্যয়ের পিছনে রয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর আত্মম্ভরিতা। ভারতের বিরুদ্ধে এই ব্রিটিশ পত্রিকার অপপ্রচার বলে দাবি করা যেতে পারে। আবার তো নিয়ে যুক্তি, পাল্টা যুক্তি হতে পারে। কিন্তু বিশ্বে করোনা সুনামির সূচকে এখন আমরা যে শীর্ষে উঠতে চলেছি তা অস্বীকার করা যায় না। এই অস্বীকার করার স্পর্ধা যেন ধৃষ্টতা না হয়ে ওঠে। নইলে করোনা মোকাবিলার সহযোদ্ধা হিসেবে আপনাকে ধরা হবে না। আর করোনা মোকাবিলার সহযোদ্ধা যদি নাইবা হতে চান, তবে মরেও যাঁরা শান্তি পাচ্ছেন না তাঁদের অশান্তিকে খাঁচিয়ে তোলা যে অপরাধ সেই কথাটা মাথায় রেখে অদ্ভুত চুপ থাকবেন সে কি আপনার ব্যবাহার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে পুর নিগম এলাকায় স্যানিটাইজেশন কর্মসূচি। ছবি ঃ নিজস্ব

অন্তিম দফায় নজরে বঙ্গের ৩৫টি কেন্দ্র, বহু রাজনীতিকের ভাগ্যপরীক্ষা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে আট দফার মধ্যে সাত দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বাকি আর মাত্র এক দফার ভোটগ্রহণ, বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে অষ্টম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ। শেষ দফায় পশ্চিমবঙ্গের ৪টি জেলার ৩৫টি আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। এই চারটি জেলা হল-কলকাতা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম। কলকাতার চৌরঙ্গী, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা ও কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় বৃহস্পতিবার ভোট হচ্ছে। অন্তিম দফায় ভোট হচ্ছে মালদহ জেলার মানিকচক, মালদহ, ইংরেজবাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর ও বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রে। এই দফাতেই ভোট হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম, বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙা, বহরমপুর, হরিহরপাড়া, নওদা, ডোমকল ও জলঙ্গিতে। শেষ দফায় ভোট হচ্ছে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর, সিউড়ি, বোলপুর, নানুর, লাভপুর, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট, হাসন, নলহাটি ও মুরারইয়ে।

অষ্টম তথা শেষ দফায় সুষ্ঠু ভাবে ভোট পরিচালনার কাজে লাগানো হয়েছে ৭৫৩ কোম্পানি বাহিনী। তার মধ্যে বুথ পাহারার কাজে ৬৪১ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। বাকিদের রিজার্ভে রাখা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, অষ্টম দফায় বীরভূমে ২২৪, কলকাতা উত্তরে ৯৫, মালদহে ১১০ এবং মুর্শিদাবাদে ২১২ কোম্পানি বাহিনী কাজে লাগানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার অন্তিম দফায় মোট বুথের সংখ্যা ১১,৮৬০টি।

ভোট দিলেন মিঠুন চক্রবর্তী

এদিন সকাল সকাল নিজের ভোট দিয়েছেন অভিনেতা এবং বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। উত্তর কলকাতার কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় বিধানসভা আসনের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী। ভোট দেওয়ার পর মিঠুন জানিয়েছেন, 'এতটা শান্তিতে এর আগে কখনও ভোট দিতে পারিনি। সমস্ত সুরক্ষা বাহিনীকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন।'

ইভিএম বিভ্রাট, বীরভূমে প্রায় ৩০ মিনিট বন্ধ ভোটদান

ইভিএম-এ ত্রুটির কারণে বীরভূম জেলার ১৮৮ নম্বর পোলিং বুথে প্রায় ৩০ মিনিট পর শুরু হয় ভোটগ্রহণ।

অষ্টম দফায় নজরে রয়েছেন একাধিক রাজনৈতিক মুখ। তার মধ্যে কেউ পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ, তো কেউ আবার প্রথম বার নেমেছেন বিধানসভার ময়দানে। উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। চৌরঙ্গী আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হলেন নয়না। অষ্টম দফায় নজর থাকবে আর এক উল্লেখযোগ্য প্রার্থী, চার বারের বিধায়ক পরেশ পালের দিকে। বেলেঘাটা থেকেই দাঁড়িয়েছেন পরেশ। এই দফায় দুই মন্ত্রী রয়েছেন- প্রথম জন রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। শ্যামপুকুর কেন্দ্র থেকে তৃতীয় বার ভোটের ময়দানে শশী। দ্বিতীয়জন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে এ বারও মানিকতলা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী। মানিকতলায় সাধনের প্রতিপক্ষ বিজেপি-র কল্যাণ চৌবে। অষ্টম দফায় মালদহের ইংরেজবাজারের তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। জোড়াসাঁকো আসনে তৃণমূলের বিবেক গুপ্তর সঙ্গে টক্কর হবে বিজেপির মীনা দেবী পুরোহিতের। আবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম বারের জন্য ভোটে দাঁড়াচ্ছেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। কাশীপুর-বেলগাছিয়ার তিন বারের বিধায়ক মালা সাহার জায়গায় এ বার তাঁকে প্রার্থী করেছে দল।

কোভিড আক্রান্ত হয়ে মোদী সরকার ও কমিশনকে দুষলেন শান্তনু সেন

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি .স.) : ভোটপর্বে পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এবার মারণ ভাইরাসের কবলে পড়লেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ড় শান্তনু সেন। বুধবারই শ্বাসকষ্ট নিয়ে তিনি ভরতি হয়েছেন অ্যাপোলো হাসপাতালে। অক্সিজেন চলছে। পাশাপাশি, তাঁর বাবাও কোভিড আক্রান্ত হয়ে ভরতি হাসপাতালে। এই পরিস্থিতির জন্য মোদী সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করলেন শান্তনু সেন। টুইট করে তাঁর বক্তব্য, বঙ্গে এত দফা ভোটের জন্য তিনি ও তাঁর বাবার এই পরিস্থিতি। 'ভগবান কোনওদিন ক্ষমা করবে না'।

জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে করোনার উপসর্গ দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের শান্তনুবাবুর। পরীক্ষা করানোর পর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তাঁর বাবার রিপোর্টও পজিটিভ আসে। এরপর বুধবার আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন শান্তনুবাবু। তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করানো হয়। অক্সিজেন চলছে তাঁর।

এই অবস্থায় টুইটে শান্তনুবাবু লিখেছেন, ''নরেন্দ্র মোদি এবং নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ, আমাকে আজ এই জায়গায় এনে ফেলার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নেতৃত্বে এতদিন করোনা যুদ্ধে শামিল হয়েও সুস্থ ছিলাম। কিন্তু আপনাদের এই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ভোটের দফায় আমার এবং আমার বাবার এই অবস্থা। আমাদের পরিবারও ঝুঁকির মধ্যে। ভগবান আপনাদের ক্ষমা করবে না।"

এর পর বেলা বাড়তে তিনি আরেকটি টুইট করেন। তাতে লেখেন, ''মোদী-শাহর নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন আমাকে কোভিড আক্রান্ত হয়ে এখানে ভরতি হতে বাধ্য করেছে। তবে ইভিএমে প্রতিবাদ জানানো থেকে আমাকে বিরত করতে পারবেন না তাঁরা।" কাশীপুর-বেলগাছিয়ার ভোটার হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে কোন বুথে ভোট দিতে যাবেন, তাও উল্লেখ করেন শান্তনু সেন। করোনা বিধি মেনে বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর ভোট দেবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থনের কথাও উল্লেখ করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ।

পশ্চিমবঙ্গে যোগী আদিত্যনাথের প্রবেশ নিষিদ্ধ ও মৃত্যুকামনা করে বিতর্কে শ্রীলেখা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : "এই লোকটাকে বাংলায় ঢুকতে দেওয়া বন্ধ করা হোক। ভাল লোকগুলো মরছে এই আপদটা মরছে না কেন?" এই ভাষাতেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে একহাত নিলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। নিজের ফেসবুক ওয়ালে কথাগুলি লেখেন টলিপাড়ার অভিনেত্রী।

এরপর তিন ঘন্টায় শ্রীলেখার এই পোস্টের ৪ হাজার, ১ হাজার ৮০০ ও ৩৭৯ শেয়ার হয়েছে। ফেসবুকে অভিষেক ব্যানার্জী লিখেছেন, "বাংলাটা কি তোর বাবার অসভ্য মহিলা?" অতনু বাগ লিখেছেন, "ম্যাডাম দয়া করে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন না। আপনাদের মত মানুষের জন্য মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়। আমরা একে অপরের সাথে মারপিট করি শুধু মাত্র আপনাদের মত মানুষের উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য। এই গুলো বন্ধ করুন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে সামাজিক শিক্ষা গ্রহণ করুন।"

বাদল দেবনাথ লিখেছেন, "যদি যোগী আদিত্য নাথ এরাজ্যের বিধায়ক হতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মসনদে বসানো যেত। তিন মাসেই জঙ্গল মহলের ছত্রধর থেকে শুরু করে দার্জিলিংয়ের বিমলের মতো সন্ত্রাসবাদীদের বিকাশ দুবের মত অবস্থা করে দেওয়া যেত। সাথে সাথে ছোট বড় মেজ এগুলোকে শিক্ষা দেওয়া যেত।" সঞ্জয় মাহাতো লিখেছেন, "এই লোকটাকে আমরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসাতে চাই। একদিনে সোনার বাংলা গড়বে।" তন্ময় রায় লিখেছেন, "ওদের আবার.. আব্বাস বর্তমান আর টুম্পা ভবিষ্যত, আর অতীত দেখতে গেলে তো -- থান কাপড়, ধর্মঘটে উস্কানী দিয়ে কল কারখানা বন্ধ করা, ৫ দিনের বেতন পার্টিকে দেওয়া বাধ্যতামূলক, কম্পিউটারের বিরোধিতা করা, ইংরাজী শেখানো বন্ধ করা, কঙ্কালের স্তুপ, কিতনে আফজল মারোগে- হর ঘরমে আফজল আয়েগা, ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ভাত দে -নাহলে মানচিত্র খাব, আর ছেলের রক্তমাখা ভাত মায়ের মুখে তুলে দেওয়া। তাই কে যে কম ক্ষতিকর (ভালো কেউ নয়) সেটাই সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না।"

পুলক কুমার হাতি লিখেছেন, "আপনার ও পশ্চিমবঙ্গর বাইরে বেরানো বন্ধ করা উচিৎ। তখন যেন আবার 'স্বাধীন নাগরিক' 'নারী স্বাধীনতা' 'বাক স্বাধীনতা ' 'সাংবিধানিক অধিকার' নিয়ে চিল্লাবেন না।" রাজেশ সাহা লিখেছেন, "এটা ভারতবর্ষ, আর এই দেশের যে কোনো নাগরিক যে খানে খুশি যেতে পারে আর একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনায়াসে যেতেই পারেন। আরা আপনার মাত্র অভিনেত্রীরা কি করেন সেটা গোটা দুনিয়া জানেন, সভ্যতা যদি বজায় রাখতে চান তাহলে চুপ করে থাকুন। আপনি এমন কোনও বড় হয়ে যান নি। কেমন মানুষ এটা আগে ভাবুন। মাটিতে পা রাখুন।বাংলার বুকে এমন অনেক যোগীজি আছে সময় হলে দেখতে পাবেন। আর হ্যাঁ, মাঝে মাঝে শিয়াল পন্ডিত নিজেকে বনের রাজা ভেবে নেয় কেমন। কিন্তু অকালে তাঁর সম্মানহানি হয় যখন বনের রাজার আগমন হয়। আপনার ওয়েব সিরিজ গুলো কি এখন খাচ্ছে না বলে নিজের টিআরপি ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করছেন। সাবধান হয়ে যান আপনারা।"

উত্তম ভট্টাচার্য লিখেছেন, "একটা রাস্তার নোংরা মেয়ে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কিভাবে এই লোকটা বলে।" ৩৯ জন এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। বেশিরভাগই তোপ দেগেছেন উত্তমবাবুকে। অন্যদিকে শ্রীলেখাকে সমর্থন করে মহুয়া চক্রবর্তী চ্যাটার্জী লিখেছেন, "একদম ঠিক বলেছেন।" সুশোভন বিশ্বাস লিখেছেন, "সন্ন্যাস মানে ত্যাগ, গেরুয়া বসন ত্যাগের প্রতীক আর ইনি তো ভোগ করতে এসছেন, ভোগী।" এনামুল হক লিখেছেন, "একদম সঠিক কথা বলেছেন। বাংলায় এসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। ইউপিতে যেমনটি করছে বাংলায় সেটাই করতে চাইছে। ও বাংলায় এলে আচ্ছা করে ঠাঙানো দরকার। মোদী, অমিত, যোগী এরা তিনজনই হিটলারকে অনুসরণ করছে। কিন্ত হিটলার একদিন নিজেই নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিল। এদের অবস্থা তাই হবে।"৩৯ জন এর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। বেশিরভাগই তোপ দেগেছেন এনামুলকে। হিন্দুস্থান সমাচার/

নিষেধাজ্ঞার দুদিনে বেনাপোল দিয়ে দেশে ফিরল ৪৩৯ বাংলাদেশি

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৯।। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে সকল স্থলবন্দর বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। গত ২৬ এপ্রিল থেকে ১৪ দিনের এ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়। এরইমধ্যে ২৮ এপ্রিল বিকেল পর্যন্ত সময়ে ভারতে আটকে পড়া ৪৩৯ জন বাংলাদেশি বেনাপোল স্থলপথে দিয়ে দেশে ফিরেছেন। এদের মধ্যে আগত তিন বাংলাদেশির করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরেছেন ৬৭ যাত্রী।

জানা গেছে, ফেরত আসা বাংলাদেশিরা বেনাপোলের সাতটি আবাসিক হোটেলে ১৪ দিনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন। এদের মধ্যে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এমনও তিনজন রয়েছে। এরা ভারতে গিয়ে করোনাভাইরাস পজিটিভ হন।

এদিকে, চিকিৎসা শেষে হাতে খরচের টাকা না থাকায় ভারত ফেরত বাংলাদেশিরা নিজ খরচে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে অসহায় দিন পার করছেন বলে জানা গেছে। তবে সরকারি নির্দেশনা মানতে তাদের বাধ্য হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হচ্ছে। বেনাপোল ইমিগ্রেশন স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকেল অফিসার আশরাফুজ্জামান বলেন, ভারত ফেরত বাংলাদেশিরা বেনাপোল বন্দর এলাকার সাতটি আবাসিক হোটেলে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন। সেখানে সব খরচ যাত্রীদের বহন করতে হবে। এছাড়া, ফেরত আসা তিন বাংলাদেশি করোনাভাইরাস পজিটিভ যাত্রীকে যশোর সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। বেনাপোল ইমিগ্রেশন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসান হাবিব বলেন, বাংলাদেশি উপ-হাই কমিশনারের ছাড়পত্র থাকায় আটকে পড়া ৪৩৯ জন ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন। নিষেধাজ্ঞার পর থেকে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী কোনো যাত্রী নতুন করে ভারতে যায়নি এবং ভারত থেকেও ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে আসেনি।

প্রয়াত শঙ্খ ঘোষের স্ত্রী, সংক্রমিত ছিলেন কোভিডে

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): স্বামীর মৃত্যুর পর ১০ দিনও হল না, প্রয়াত হলেন কবি শঙ্খ ঘোষের স্ত্রী প্রতিমা ঘোষ। শঙ্খ ঘোষের স্ত্রীও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন, বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মৃত্যু হয় প্রতিমাদেবীর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

গত ১৪ এপ্রিল করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে কবি শঙ্খ ঘোষের। একইসঙ্গে আক্রান্ত হন তাঁর স্ত্রীও। বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল তাঁদের। গত ২১ এপ্রিল মৃত্যু হয় শঙ্খ ঘোষের। পরিবার সূত্রে খবর, শঙ্খবাবুর মৃত্যুর পরে শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয় প্রতিমাদেবীরও। বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। স্বামীর মৃত্যুর আট দিনের মাথায় না-ফেরার দেশে চলে গেলেন প্রতিমাদেবী।

মহাজাতি সদনের সামনে বোমাবাজি, রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): হিংসার থেকে রেহাই পেল না কলকাতাও। বৃহস্পতিবার সকালে বোমাবাজি হল জোড়াসাঁকো বিধানসভার অন্তর্গত মহাজাতি সদনের সামনে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের উপরে বোমা ফেটে কেউ হতাহত হননি। এদিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ দু'টি বোমা ফাটে মহাজাতি সদনের সামনে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গাড়িতে করে এসে কেউ বা কারা বোমা ছুড়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন।

ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। রাস্তার উপরে বোমার চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখেন তাঁরা। আশপাশের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বোমাবাজির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান জোড়াসাঁকো বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বিবেক গুপ্ত। তিনি বলেন, "বোমাবাজির কথা শুনে এখানে চলে এলাম। বিজেপি প্রার্থীর দেখা মেলেনি। উনি তো ২২ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘ দিনের কাউন্সিলর। তাঁর আসা উচিত ছিল।" যদিও এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি বা প্রার্থী মীনা দেবী পুরোহিতের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তৃণমূল প্রার্থী বিবেক গুপ্তর অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গাড়িতে করে এসে বোমা ছোড়ে। সংখ্যালঘু এলাকার ভোটারদের ভয় দেখাতেই বোমাবাজি বলে তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ।

অকাল-মৃত্যু! হৃদরোগে প্রয়াত কেরলের ইউডিএফ প্রার্থী ভি ভি প্রকাশ

মালাপ্পুরাম (কেরল), ২৯ এপ্রিল (হি.স.): হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কেরলের মালাপ্পুরাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং নীলাম্বুর বিধানসভা আসনের ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-এর প্রার্থী ভি ভি প্রকাশ। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। হৃদরোগজনিত অসুস্থতার কারণে বুধবার মধ্যরাতে প্রথমে এডাক্কারার একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল প্রকাশকে, পরে মাঞ্জেরির হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না। বুধবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

মালাপ্পুরাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হওয়ার প্রাক্কালে যুব কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন প্রকাশ। গত ৬ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হয়েছে নীলাম্বুর বিধানসভা আসনে, এই আসনে প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআই (এম)-এর পি ভি আনওয়ার। ভোটের ফল ঘোষণা হবে আগামী ২ মে। তার আগেই প্রয়াত হলেন ভি ভি প্রকাশ।

আশঙ্কাই সত্যি, স্ত্রীর পর করোনা-আক্রান্ত অশোক গেহলট

জয়পুর, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): আশঙ্কাই সত্যি হল। স্ত্রীর পর এবার করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। বৃহস্পতিবার অশোক গেহলট টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমি আইসোলেশনে রয়েছি।' বুধবারই অশোক গেহলট জানিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী সুনীতা গেহলট কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন। স্ত্রী করোনা-আক্রান্ত হওয়ায় গেহলট আইসোলেশনে ছিলেন।

এরপর অশোক গেহলটও করোনা-পরীক্ষা করিয়েছিলেন। বৃস্পতিবার সেই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার আমরা করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। কোনওরকম লক্ষণ নেই এবং আমি ভালোই আছি। কোভিড প্রটোকল অনুসরণ করে আইসোলেশনে থেকেই কাজ চালিয়ে যাব।'

আগামীকাল শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে উত্তরপ্রদেশে সম্পূর্ণ লকডাউন, চলবে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত

লখনউ, ২৯ এপ্রিল (হি.স) : করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার কড়া পদক্ষেপ করল উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। আগামীকাল শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে উত্তরপ্রদেশে সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতত মঙ্গলবার সকাল ৭টা পর্যন্ত চলবে এই লকডাউন। জানা গিয়েছে, 'শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৭টা পর্যন্ত রাজ্যে এবার সম্পূর্ণ লকডাউন থাকবে। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে'। গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরপ্রদেশে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ২৯ হাজার ৮২৪, যা এক দিনে সর্বাধিক। এখনও পর্যন্ত এই রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৮২ হাজার ৮৪৮। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৬৬ জনের। ফলে যোগীরাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছেছে ১১ হাজার ৯৪৩-এ। এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪১ জন।

এর আগে এলাহাবাদ হাইকোর্ট উত্তরপ্রদেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারকে তিরস্কার করে। বলা হয়, ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের ৫ শহর এলাহাবাদ, লখনউ, বারাণসী, কানপুর ও গোরক্ষপুরে কড়া বিধিনিষেধ জারি করা উচিত। যদিও সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট।

কোভিড-১৯: ভারতকে জরুরি ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম দিতে চায় বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৯।। ভারতে ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে দেশটির জন্য জরুরি ভিত্তিতে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ইনজেক্টেবল অ্যান্টি-ভাইরাল, ওরাল অ্যান্টি-ভাইরাল, ৩০ হাজার পিপিই কিট এবং কয়েক হাজার জিংক, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ট্যাবলেটের প্রায় ১০ হাজার শিশি।

বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ সরকার কোভিড মহামারিতে ভারতে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। এছাড়া এ সংকটময় মুহূর্তে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সংহতি প্রকাশ করেছে। এতে আরো বলা হয়, দুর্দশা নিরসনের জন্য বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও প্রার্থনা ভারতের জনগণের সঙ্গে রয়েছে। প্রয়োজনে ভারতকে আরো সহায়তা দিতে বাংলাদেশ আগ্রহী। মহামারি করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে মারা গেছেন ৩ হাজার ৬৪৫ জন। প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যায় এটি দেশটির রেকর্ড।

আমেরিকায় দৈনিক মৃত্যু বেড়ে ৯৫৪, করোনা-সংক্রমণও উর্ধমুখী

ওয়াশিংটন, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল করোনার সংক্রমণ, একইসঙ্গে বুধবার সারাদিনে মার্কিন মুলুকে অনেকটাই বেড়েছে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যাও। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬,৬০৪ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯৫৪ জনের। ফলে আমেরিকায় ৩২,৯৮৩, ৬৯৫-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৯৫৪ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৩৭ জনের।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬ হাজার ৬০৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৫৪ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৯৮৩,৬৯৫-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৫,৫৮৪,৭৪৭ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ১০ হাজার ৬১১ জন।

ব্রাজিলে করোনা কাড়ল ৩,০১৯ জনের প্রাণ, ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ৭৭,২৬৬

রিও ডি জেনেইরো, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে রাশ টানাই যাচ্ছে না। কখনও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, কখনও আবার কমে যাচ্ছে অনেকটাই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩ হাজার ১৯ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭,২৬৬ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ০১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩৪৩-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৭,২৬৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৪,৫২৩,৮০৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৩,০৯১,৭১৪ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৩৩,৭৫০ জন।

ভোটদানের মাধ্যমেই শক্তিশালী হয় গণতন্ত্র : রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): ভোটদানের মাধ্যমেই শক্তিশালী হয় গণতন্ত্র, তাই প্রতিটি ভোটই গুরুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতিবার ভোট দেওয়ার পর বললেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এদিন কলকাতার চৌরঙ্গী বিধানসভার অন্তর্গত একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনকর। ভোট দেওয়ার পর রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বলেছেন, 'গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব হল নির্বাচন, আমরা উভয়েই ভোট দিয়েছি।' রাজ্যপাল আরও বলেছেন, '১০০ শতাংশ কোভিড প্রোটোকল মেনে চলা হয়েছে। যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে আমি ভীষণ খুশি। নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দারুণ কাজ করেছে। ভোটদানের মাধ্যমেই শক্তিশালী হয় গণতন্ত্র। কেউ যদি ভোট না দেন, সে অধিকার হারালেন।' এদিন টুইট করে রাজ্যপাল লিখেছেন, 'গণতন্ত্রকে শক্তিশালী এবং প্রস্ফুটিত করা উৎসবে অংশ নিয়েছি। ভোটের শক্তিতেই প্রস্ফুটিত হয় গণতন্ত্র এবং প্রতিটি ভোট গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য সমস্ত ভোটারদের ভোট দেওয়া উচিত।'

চলতি বছরের জন্য বাতিল চারধাম যাত্রা, পুরোহিতদের পুজার্চনায় অনুমতি

দেহরাদূন, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): বেলাগাম করোনার দৌরাত্ম্যে নাজেহাল সমগ্র ভারত। কোভিডে জর্জরিত দেবভূমি উত্তরাখণ্ডও। করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে চলতি বছরের জন্য বাতিল করা হল চারধাম যাত্রা, বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। শুধুমাত্র পুরোহিতদের পুজার্চনায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, 'উত্তরাখণ্ডে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এ বছর চারধাম যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ এই চারটি মন্দিরের পুরোহিতরাই শুধুমাত্র পূজার্চনা করতে পারবেন।' আগামী মাসেই উন্মুক্ত হতে চলেছে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ মন্দির। কিন্তু, উত্তরাখণ্ড-সহ সমগ্র দেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। করোনার দৌরাত্ম্যের কারণেই এবার চারধাম যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। মন্দির খুললেও, ভক্তরা প্রবেশ করতে পারবেন না। শুধুমাত্র পুরোহিতরাই পূজার্চনা করতে পারবেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

নম্বরের তালিকায় দেবদূত, শ্রীলেখা, বাদশার নাম দেওয়া হল না কেন? বিস্ফোরক কাঞ্চন

ব্যারাকপুরের প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীর পরেই আনন্দবাজার ডিজিটালের কাছে মুখ খুললেন শাসকদলের আর এক প্রার্থী কাঞ্চন মল্লিক। সরাসরি তোপ দাগলেন পরিচালক ইন্দ্রাশিস আচার্য এবং বাম দলের বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, "নির্বাচন এখনও শেষ হল না। আমরা এখনও মনোনীত প্রার্থী। নির্বাচিত প্রার্থীও নই। তার আগেই হঠাৎ করে নেটমাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত নম্বর ফাঁস! এটা সভ্যতা? কিছুতেই ফোন খোলা রাখতে পারছি না।" এখানেই শেষ নয়। উত্তরপাড়ার প্রার্থীর প্রশ্ন, "কেন বেছে বেছে শাসকদল আর বিজেপি প্রার্থীদের নম্বরই শুধু দেওয়া হল? এর থেকেই প্রমাণিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই পোস্ট ছড়িয়েছে বাম দল।" তার পরেই তাঁর কটাক্ষ, করোনার কাজ কি রং দেখে হবে? বাম দলের সুজন চক্রবর্তী, দেবদূত ঘোষ, বাদশা মৈত্রর, শ্রীলেখা মিত্র, ঐশী ঘোষের ব্যক্তিগত যোগাযোগ নম্বর কেন দেওয়া হল না? বাম দল কাজ করতে চায় না?

কোন ঘটনা থেকে বিতর্কের সূত্রপাত?

সোমবার জনৈক নেটাগরিকের একটি পোস্ট শেয়ার করেন পরিচালক ইন্দ্রাশিস আচার্য। পোস্টে সমস্ত দলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যোগাযোগ নম্বর ছিল। তালিকার শুরুতে লেখা কয়েকটি কথা, 'করোনায় ভয় কিসের? আপনার পাশে মানুষের কাজ করার জন্য প্রাণ আনচান করা নেতারা! মাস্ক, স্যানিটাইজার, রক্ত, অক্সিজেন, অ্যাম্বুলেন্সের জন্য এক্ষুণি ফোন করুন...'। পোস্ট শেয়ার করতেই তা দেখতে দেখতে ভাইরাল হয়ে যায়। ফোনের পর ফোন আসতে থাকে তারকা প্রার্থীদের কাছে। প্রতিবাদ জানাতে থাকেন তিতিবিরক্ত তারকা প্রার্থীরা। যদিও পোস্ট শেয়ার করার পর আনন্দবাজার ডিজিটালকে ইন্দ্রাশিস জানান, "কাউকে কটাক্ষ, ব্যঙ্গ কিচ্ছু করিনি। যাঁরা চেয়েও কাজ করে উঠতে পারছিলেন না তাঁদের সাহায্য করেছি মাত্র। এমন ভয়ঙ্কর দিনে তাঁরা যদি সত্যিই মানুষের কাজে আসতে পারেন তাহলে মানুষেরও উপকার। তাঁরা এবং তাঁদের দলও প্রচার পাবে।" এখানেই আপত্তি কাঞ্চনের। তাঁর দাবি, "আমপানের সময় দুর্বার' সমিতির জন্য, আমার সীমিত ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছি। তবে ঢাকঢোল পিটিয়ে জানাইনি। তার মানে এই, 'কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছি' অজুহাত খাড়া করে আমাদের ব্যক্তিগত নম্বর প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হবে?" কাঞ্চনের যুক্তি, আজ একই ভাবে যদি ইন্দ্রাশিস আচার্য সহ বাম দলের সদস্য, সমর্থক এবং মনোনীত প্রার্থীদের নম্বর ফাঁস করে দেওয়া হয়, ওঁরা মেনে নেবেন? অভিনেতার দাবি, তিনি ফাঁস হয়ে যাওয়া নম্বরের ফোনটি খুলতে পারছেন না। ক্রমাগত সেখানে ফোন, মেসেজ আসছে। "আমি অবশ্যই সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করব। কিন্তু গোটা রাজ্যের দায় কি আমার একার?" পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়েছেন তিনিও। একই সঙ্গে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন, এই 'অসভ্যতা' বন্ধ করতে প্রয়োজনে তিনি আইনি সাহায্য নেবেন।

বাম দলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কতখানি সত্যি? জানতে আনন্দবাজার ডিজিটাল কথা বলেছিল বাম সমর্থক, অভিনেতা শ্রীলেখা মিত্রের সঙ্গেও। তাঁর সাফ জবাব, "আমার কাছেও এই পোস্টটি এসেছিল। দেখে আমারও হাত নিশপিশ করছিল পোস্ট করার জন্য। কিন্তু করিনি। কোথাও গিয়ে আমার মনে হয়েছিল, এ ভাবে কারোর ব্যক্তিগত যোগাযোগ নম্বর বোধ হয় ফাঁস করে দেওয়া উচিত নয়।" পাশাপাশি প্রশংসাও করেছেন পোস্টটির, "বাম দল আক্ষরিক অর্থেই শিক্ষিত। যদি করেই থাকে, তা হলে সত্যিই বুদ্ধিদীপ্ত বদমায়েশি করেছে।"

একই সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ 'বিজেমুল'-এর প্রতিও। দাবি, শাসকদল এবং বিরোধী পক্ষ হয়তো জেনে বুঝেই পরস্পরের নম্বর ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন যত দোষ বাম দলের। এই নিয়েও ঘোর আপত্তি কাঞ্চনের। তাঁর কথায়, ইন্দ্রাশিস আচার্যও তাঁর সামাজিক পাতায় নাকি ঠিক এই অভিযোগই তুলেছেন। এই মিথ্যে অপবাদ একেবারেই মানছেন না তিনি।

৯৯ ভাগ কার্যকর অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন কার্যকর বলে প্রকাশিত এক ফলাফলে জানিয়েছেন গবেষকরা। পরীক্ষায় ভ্যাকসিনটি শতকরা ৯৯ শতাংশ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সব বয়সের মানুষের শরীরেই ওই পরীক্ষা চালানো হয়। এতে দেখা যায়, অংশ নেয়া প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জনের দেহেই ভ্যাকসিনটি করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বয়স্কদের দেহেও এই ভ্যাকসিন কার্যকর বলে ওই গবেষণায় নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ খবর দিয়েছে ডেইলি মেইল।

তবে খবরে আরো জানানো হয়েছে, আগামী বড় দিনের পূর্বে ভ্যাকসিন আসার সম্ভাবনা একেবারেই কম। ভ্যাকসিনটি ডেভেলপ করা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ডিসেম্বর মাসের পূর্বে তারা এই ভ্যাকসিনের অনুমোদনের আবেদন জানানোর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবেন না। ফলে ২০২১ সালের আগে মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে, সেই সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনই এখন পর্যন্ত সবথেকে আলোচিত হয়েছে। একে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসকে জয় করতে বৃটেনের জন্য সবথেকে বড় ''আশা''। বৃটিশ সরকার এরইমধ্যে এই ভ্যাকসিনের ১০ কোটি ডোজ অর্ডারও করেছে। তবে সেটি আর এ বছর মানুষ পাচ্ছে না।

অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন গ্রুপের পরিচালক প্রফেসর অ্যান্ড্রু পোলার্ড বলেন, বড় দিনের পূর্বেই তাদের ভ্যাকসিনের কার্যকরিতা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যাবে এমন আশা ছিল তার। তবে এই ভ্যাকসিনের অনুমোদন দেয়া এবং হাসপাতালগুলোতে এর সরবরাহ চালু করা অক্সফোর্ডের হাতে নেই। ফলে অ্যান্ড্রুর আশঙ্কা, এই ধাপগুলো পার হতে আরো কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। ফলে আগামী বছর ছাড়া এই ভ্যাকসিন মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। এর আগে বিজ্ঞানীরা ভ্যাকসিন সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য প্রকাশ করেন। এতে ৫৬০ জনের ওপর চালানো পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করেন বিজ্ঞানীরা। এতে দেখা যায়, সব বয়সের মানুষের মধ্যেই অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন শতকরা ৯৯ শতাংশ কার্যকর। করোনাভাইরাসে সবথেকে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে বৃদ্ধরা। অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন তাদের মধ্যে দারুণভাবে কাজ করছে। একইসঙ্গে, এটি প্রয়োগে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মডার্না ও ফাইজারের কার্যকরিতা প্রমানিত হয়েছে। এগুলো শতকরা ৯৫ শতাংশ কার্যকর বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। কার্যকরিতার দিক থেকে তাই আপাতত অক্সফোর্ড এগিয়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও অক্সফোর্ডের চূড়ান্ত ফলাফল জানতে আরো অপেক্ষা করতে হবে।

টাকা-স্মার্টফোনে করোনা থাকতে পারে চার সপ্তাহ

কাগুজে মুদ্রায় অর্থাৎ টাকায় করোনাভাইরাস চার সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার এক দল গবেষক। একইভাবে মোবাইল ফোনের স্ক্রিন, প্লাস্টিকের বস্তুসহ অন্য পদার্থের উপরিভাগেও টিকে থাকতে পারে করোনাভাইরাস। এক গবেষণার সূত্র দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ স্থানীয় বায়োসিকিউরিটি ল্যাবরেটরি এ দাবি করেছে।

রবিবার (১১ অক্টোবর) নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক গণমাধ্যম ব্লুমবার্গ এক প্রতিবেদনে ভাইরলজি জার্নালের উদৃতি দিয়ে এই গবেষণার বিষয়বস্তু তুলে ধরে।

অস্ট্রেলিয়ার সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিপ্রেডনেসের বিজ্ঞানীরা দাবি করেন, এসএআরএস-কোভিড-২ খুবই শক্তিশালী। একই সঙ্গে এটি অন্তত ২৮ দিন পর্যন্ত মোবাইলফোনের স্ক্রিন, প্লাস্টিকের বস্তু এবং ব্যাংক নোটে থাকতে পারে। ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার একটি কক্ষে করোনাভাইরাস টিকে থাকতে পারে আরো বেশি সময় ধরে। তবে ভাইরাসটি বস্তুতে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ দশ ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে।

গবেষণায় বলা হয়, গ্রিস্মের চেয়ে শীতকালে করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে কঠিন হবে। কারণ এটি কম তাপমাত্রায় বেশি সময় ধরে টিকে থাকতে পারে। এই গবেষণাটি করোনা মোকাবেলায় একটি উল্লেখ যোগ্য দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করেন এর প্রধান গবেষক ডেবি ইগলস।

তিনি বলেন, "আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে এসএআরএস-কোভিড-২ অনেক সময় ধরে টিকে থাকতে পারে বিভিন্ন বহুল ব্যবহৃত বস্তুতে। তাই আমাদের অবশ্যই সবাইকে নিয়মিতভাবে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে।

ইফতারের পর মাথাব্যথার কারণ ও প্রতিকার

ইফতারের পর থেকে সেহরির মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাবার ও পর্যাপ্ত পানি পান শরীর সুস্থ রাখতে সহায়ক। প্রচণ্ড গরমে রোজা হওয়ায় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। পানিশূন্যতার কারণে শরীর ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অনেকের আবার ইফতারের পর মাথাব্যথা হয়।

সাভারের 'বিজিএমইএ' হাসপাতালের 'ফ্যামিলি মেডিসিন' বিশেষজ্ঞ ডা. লিন্ডা এস সমদ্দার রোজার সময় মাথাব্যথার হওয়ার কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে জানান।

এই সময়ে মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও ঘুমচক্র সর্বপরি সার্বিক জীবনযাত্রায় খানিকটা পরিবর্তন আসে। ফলে রক্তচাপের তারতম্য, পানিশূণ্যতা, গ্যাসের সমস্যা এবং সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথা ও মাথাধরার সমস্যা দেখা দেয়। মাথাব্যথা হওয়ার বেশ কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে-

* রোজার সময়ে খাবারের মাঝে দীর্ঘ বিরতি থাকে। ফলে দেহে ক্যালরির ঘাটতি দেখা দেয়। এরফলে মাথাব্যথা ও ক্লান্তি দেখা দেয়।
* বেশি ক্ষুধার্ত অবস্থায় দ্রুত খেলেও মাথাব্যথা হয়। কারণ দ্রুত খাওয়ার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায়। যা থেকে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের মাত্রা বাড়ে। ফলে মাথাব্যথার সৃষ্টি হয়।
* এই সময়ে ঘুমচক্রেও একটা পরিবর্তন আসে। অনেকেই একবারে সেহরি শেষ করে ঘুমাতে যান ও সকালে ওঠেন। ফলে ঘুমের ঘাটতি থেকে যায়। তাছাড়া অনেকে ঘুম থেকে উঠে সেহরির পরে আর ঘুমাতে পারেন না, ফলে ঘুমের ঘাটতি থাকে।
* সেহেরি না করে রোজা রাখা; অপরিমিত খাবার খাওয়া- দেহে পর্যাপ্ত পুষ্টি ও ক্যালরির ঘাটতি পূরণ করে না।

এসব কারণ সাধারণত মাথাব্যথা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

রোজায় সুস্থ থাকতে

- রাতে সঠিক সময়ে সেহরি করতে হবে। এতে খাবার গ্রহণের মাঝে বিরতি ঠিক থাকবে।
- সেহরি ও ইফতারে পুষ্টিকর এবং আঁশ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস করা। এতে হজম ধীর হবে ও পুষ্টি সরবরাহ করবে।
- পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত সময়ে দেহের পানির চাহিদা পূরণ করতে তরল ও রসালো ফলমূল খাওয়ার চেষ্টা করুন।
- খাবার তালিকায় প্রাকৃতিক মিষ্টি ও ফলমূল খাওয়া ভালো। এটা রক্তের শর্করা ও কার্বোহাইড্রেইট সরবরাহ করবে।
- দেহঘড়ি ঠিক রাখতে ঘুমের প্রয়োজন। তাই দৈনিক যেন সাত থেকে আট ঘন্টার ঘুম হয় তা নিশ্চিত করুন। তবে ভোর বেলায় ঘুমিয়ে দুপুর বেলায় ঘুম থেকে ওঠা মোটেও উপকারী নয়। তাই ঘুমের সময়সীমা ঠিক রাখুন।
- ভারী পরিশ্রম, রোদে অকারণে বাইরে ঘোরা ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন।
- শরীরে পানি স্বল্পতা এড়াতে ইফতারের পরে ক্যাফেইন গ্রহণ না করাই ভা
- অনকে মাথাব্যথার তীব্রতা কমাতে ইফতারের পরপরই চা, কফি বা নিকটিনের সহায়তা গ্রহণ করেন। এটা শরীরের জন্য অপকারী।
- এছাড়াও, উচ্চশব্দ, আলো ও মোবাইল, ল্যাপটপ কিংবা টেলিভিশনের নীল আলো মাথাব্যথার প্রকোপ বাড়ায়। তাই এগুলো এড়িয়ে চলা ভালো।

রাজনীতিতে দিদির পরে দেব আর সায়নী আমার অনুপ্রেরণা: তৃণা

শুভশ্রীর শাশুড়ি শুভশ্রীকে মোমের পুতুল বলেন। আপনার শাশুড়িও তো এক গ্লাস জল নিয়ে খেতে দেন না... তৃণা: আমার বাড়িতে আমি সত্যি কোনও দিন নিজে নিয়ে জল খাইনি। এখন শ্বশুরবাড়ি এসেও তাই হচ্ছে।

মানে "খড়কুটো" ধারাবাহিকের পরিবার যে ভাবে আপনাকে আগলে রেখেছে, বাস্তবেও তাই?

তৃণা: বিয়ের পরে আমি একটা অন্য বাড়িতে থাকছি। আমার বিছানায় আর একজন পুরুষ আমার সঙ্গে থাকেন। শুধু এইটুকুই তফাত। নীলের বাড়ির সকলে আমাকে এত দিন ধরে চেনেন, বিয়ের পর আলাদা করে আমায় কিছুই করতে হয়নি।

একই মাধ্যমে দু"জনে সফল ভাবে কাজ করছেন...

তৃণা: হ্যাঁ। আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ভীষণ ভাল। নীল মিথ্যে কথা বলে না। মুখের উপর সত্যি বলে। সেটা শুনতে যতই খারাপ লাগুক।

খারাপ লাগলে ঝগড়া করেন?

তৃণা: আমরা কেউ চেঁচিয়ে ঝগড়া করি না। মনে মনে রাগ থাকে। তবে একটু ঝগড়া না হলে আর সম্পর্ক কী?

রাগ কে ভাঙায়?

তৃণা: নীলের রাগ ভাঙতে ৭থেকে ১০ দিন সময় লাগে। আমাদের ঝগড়া এমনিতে কেউ বুঝতে পারে না। তবে আমি সমস্যা হলে খোলাখুলি মিটিয়ে নিতেই পছন্দ করি। আর যত দিনে ওর রাগ ভাঙে, তত দিনে আমার রাগ উবে যায়।আমি একটা কথা বলতে চাই। বলব?

হ্যাঁ। বলুন...

তৃণা: আনন্দবাজার ডিজিটালকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এত ভাল হোর্ডিং হয়েছে। আমার আলাদা করে, নীলের আলাদা করে হোর্ডিং গেছে। সেটা তো ভাল হয়েইছে। কিন্তু আমাদের দু"জনের হোর্ডিংটা এত জনপ্রিয় হয়েছে। আমাদের বিয়ের পর মনে হয়েছে এটাই সবচেয়ে বড় উপহার।

আপনারা যে ভাবে নেটমাধ্যমে দু"জনে ছবি দেন... তৃণা: আসলে আমাদের ভাল লাগা একরকমের। তবে এটাও ঠিক, মানুষ আমাদের দু"জনকে একসঙ্গে দেখতে চায়। অথচ ধারাবাহিকে আপনারা আলাদা। আপনি তো "গুনগুন" হয়ে কৌশিকের (সৌজন্য) সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন... তৃণা: হ্যাঁ। আর নীল কৃষ্ণকলি ধারাবাহিকে তিয়াসার সঙ্গে। অথচ দর্শকরা আমাদের ভালবেসে "তৃনীল" নাম দিয়েছে। এটাই পাওয়া। নীলের কোন জিনিস পছন্দ করেন না? তৃণা: ও ভীষণ ভুলে যায়। আর খুব কুঁড়ে। ধরুন বাড়িতে বসে আছে, বেল বাজলে দরজা খুলবে যে সেটাও করবে না। সামনেই কিন্তু দরজা। আপনার হাতের রান্না নাকি নীলের খুব প্রিয়?

তৃণা: আমার তৈরি নাটেল টার্ট ও পুরো এক কৌটো খেয়ে নেয়।

প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করেছেন। ছবি কবে আসছে? তৃণা: ছবি তৈরির ইচ্ছে আছে। তবে এখন কোভিডের সময়, এখন কিছু ভাবছি না।

দু"জনে দিদির সঙ্গে প্রচারে নন্দীগ্রাম গিয়েছিলেন...

তৃণা: হ্যাঁ। দারুণ অভিজ্ঞতা। আমি বরাবরই মাননীয়াকে শ্রদ্ধা করি। বিপদে পড়লে পাশে পেয়েছি। কিন্তু তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরে কাজ করার কী পরিকল্পনা?

তৃণা: এখন তো প্রচারে যাওয়াই কাজ। এই তো বেশ কয়েক দিন আগে হাবড়ায় গেলাম। দিদির মানবিক রূপের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি। নন্দীগ্রামে দিদির সঙ্গে গিয়ে এমন সব জায়গা দেখেছি যেখানে মানুষ জীবনেও পাকা রাস্তা, আলোর কথা ভাবেননি। সেটাও তো হয়েছে।আমরা কত কী পেয়েছি! আর একটা মহিলা একা লড়াই করছেন। পাশে থাকব না! রাজনীতির ময়দানে ইন্ডাস্ট্রির আর কাদের ভাল লাগছে? তৃণা: সায়নী ঘোষকে খুব ভাল লাগে। ওঁর বলার ক্ষমতা। আত্মবিশ্বাস। দেবাংশু এত ভাল কথা বলে! দেব আমাকে খুবই অনুপ্রেরণা দেয়। দেব তো দাঁড়ায়নি। তাও ওর প্রচার দেখলে বোঝা যায়, ও রাজনীতির জন্য রীতিমতো পড়াশোনা করে মাঠে নামে। এই যে শিক্ষাটা, এটাই আসল। এ বারে নির্বাচনে এত গালিগালাজ শোনা যাচ্ছে। কই দেব বা সায়নীর মুখে তো বাজে শব্দ শোনা যায়নি। মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করতে গেলে নিজেদের শিক্ষার খুব প্রয়োজন।

প্রকৃত প্রেমের 'উপকরণ' জানালেন নুসরত

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেই প্রচার শুরু করেছেন। সপ্তম দফা ভোটের দিন নিজে ভোট দিয়েছেন। আপাতত শেষ দফার নির্বাচন বাকি। কিছুটা হলেও কি নিশ্চিন্ত নুসরত জাহান? সাংসদ-অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম স্টোরি বলছে তেমনটাই। কেন? সোমবার সকাল সকাল ভোট দিয়েই রাতে খুশি মনে চাঁদ দেখেছেন। তার পরেই জমাটি ভালবাসার প্রস্তুত প্রণালী তুলে ধরেছেন।

নুসরতের মতো করে ভালবাসার স্বাদ নিতে গেলে কী কী মেশাতে হবে তাতে? ইনস্টাগ্রাম স্টোরি বলছে, ১ কাপ প্রেমে ১ চিমটে রসবোধ মিশিয়ে নিন। তাতে ২ চামচ নির্ভেজাল আনন্দ, ১ পাউন্ড সামঞ্জস্য, ৩ টেবিল চামচ বিশ্বাস, ১ কাপ সম্মান, আধ পাউন্ড সহনশীলতা, ১ চিমটে কোমলতা আর ১ কাপের ৩ ভাগ ধৈর্য মেশাতে হবে। এই উপকরণ সঠিক ভাবে মিশলেই তৈরি প্রকৃত প্রেম।

এই প্রেমের হদিশ নুসরত জাহান পেয়েছেন? তার টানেই কি তিনি নিখিল জৈনের থেকে দূরে? এই প্রেম কি যশ দাশগুপ্ত এনে দিয়েছেন তাঁর জীবনে? নাকি যশের জন্য মনখারাপ করছে বলে এই স্টোরি বানিয়েছেন? কোনও উত্তর না রেখে শুধুই রন্ধন প্রণালী জানিয়েছেন সাংসদ-তারকা। ফলে, এই উত্তরটাও নিন্দুকেরা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না, যশের সঙ্গে আরেক সাংসদ-অভিনেত্রীর 'গাঢ় বন্ধুত্ব' হঠাৎ কী করে বদলে গেল! এত কাণ্ড কি রণে আর প্রেমে কোনও নীতির বালাই নেই বলেই?

চিপচিপে চুলের সমস্যা এড়াতে

মাথা ঢেকে রেখে বা হিজাব যারা ব্যবহার করেন তাদের চুলের জন্য চাই বিশেষ যত্ন।

গরমকালে এমনিতেই মাথার ত্বকে ঘাম ও তেল নিঃসরণ বেড়ে যায়। তার ওপর হিজাব পরার কারণে মাথা আরও ঘামে বেশি। ফলে দেখা দেয় নানান সমস্যা।

এর মধ্যে অন্যতম হল মাথার ত্বকের অতিরিক্ত ঘাম ও তেল নিঃসরণের কারণে চিপচিপে চুল।

সাধারণ কিছু উপায় অনুসরণ করলে এই তৈলাক্ততার সমস্যা দূর করা যায়।

একদিন পর পর চুল ধোয়া: প্রতিদিন না পারলেও গরমে মাথার ত্বকে তেলের নিঃসরণ কমাতে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর শ্যাম্পু' দিয়ে একদিন পর পর চুল ধোয়া ভালো। যা অস্বাস্থ্যকর মাথার ত্বকের সমস্যা দূর করে ফাঙ্গাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ভালো ফলাফল পেতে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ঘন ঘন তেল ব্যবহার এড়ানো: গরমের সময়ে চুলে কম তেল ব্যবহার করা উচিত। বিশেষত, যারা গরম তেল মালিশ করতে পছন্দ করেন। সপ্তাহে একদিন যারা চুলে তেল ব্যবহার করতেন তারা পনের দিনে একবার তেল ব্যবহার করতে পারেন, এটা বেশ কার্যকর।

নিয়মিত তেলের পরিবর্তে টি ট্রি তেল ব্যবহার করা যায়। চুল ধোয়ার সময় 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পুতে কয়েক ফোঁটা টি ট্রি তেল মিশিয়ে নিতে পারেন। তৈলাক্ত মাথার ত্বক ও খুশকির সমস্যা এড়াতে টি ট্রি তেল খুব ভালো কাজ করে। বেশি চুল না আঁচড়ানো: সাধারণভাবে চুল ভালো রাখতে তা আঁচড়ানো উচিত। তবে তৈলাক্ত চুলের সমস্যা আছে যাদের তাদের জন্য এটা কার্যকর নয়। যাদের মাথার ত্বক তৈলাক্ত তাদের বেশি চুল আঁচড়ানো চুলকে আরও বেশি তৈলাক্ত করে দেয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব

লকডাউনে বাড়িতেই থাকুন, জরুরি পরিষেবা নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকুন : ডিসি শ্রীনগর

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য রুখতে ৮৪ ঘন্টার জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকার ১১টি জেলায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আগামী ৮৪ ঘন্টা লাগু থাকবে লকডাউন। এই সময়ে জনগণকে বাড়ির ভিতরে থাকার অনুরোধ করলেন শ্রীনগরের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) মহম্মদ আইজাজ আসাদ। ডিসি জানিয়েছেন, 'লকডাউনে বাড়িতেই থাকুন এবং অত্যাবশ্যক পরিষেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন।'

করোনা-রুখতে কাশ্মীর উপত্যকার ১১টি জেলায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আগামী ৮৪ ঘন্টা লাগু থাকবে লকডাউন। বৃহস্পতিবার এই ঘোষণার পরই শ্রীনগরের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) মহম্মদ আইজাজ আসাদ টুইট করে জানিয়েছেন, 'সকলের কাছে পুনরায় অনুরোধ করছি, দয়া করে বাড়িতেই থাকুন। অত্যাবশ্যক পরিষেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। সুরক্ষিত শ্রীনগরের জন্য লড়াই করুন।'

বিহারের ১৭ লক্ষ শ্রমিককে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনার আওতায় আনা হবে : জিবেশ মিশ্র

পটনা, ২৯ এপ্রিল (হি.স) : আগামী ১মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসে বিহারের শ্রম দফতরের অধীন শ্রমিকদের প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে জানালেনবিহারের শ্রমমন্ত্রীর জিবেশ মিশ্র। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, শ্রমদফতরে নিবন্ধিত ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার ১২৫ জন শ্রমিককের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য সমিতি ১১০ কোটি ৯০ টাকা লক্ষ প্রিমিয়াম হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এই স্বাস্থ্যবীমার নিয়ম অনুযায়ী উপভোক্তাকারি এবং তার পরিবারের প্রত্যেককে ৫ লক্ষ টাকা করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য চিকিৎসা পরিষেবার লাভ পাবেন। পাশাপাশি রাজ্যের শ্রমদফতরের কর্মীরাও এই প্রকল্পে আনার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেন, দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের দ্বিতীয় ঢেউ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা প্রত্যেককে টিকাকরণের পাশাপাশি নিজেদের সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের সর্তকতা এই সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে।

এদিন শ্রমদফতরের উপসচিব সূর্যকান্ত মণির মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেন তিনি। তিনি বলেন, প্রয়াত মণি আমাদের বিভাগের একজন কর্মঠ এবং যোগ্য আধিকারিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিভাগের বড় ক্ষতি হল।

টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন কেজরিওয়াল, অন্যদেরও ভ্যাকসিন নেওয়ার আর্জি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): গত ৪ মার্চ নিয়েছিলেলন করোনাভাইরাসের টিকার প্রথম ডোজ, আর বৃহস্পতিবার টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর অন্যদেরও টিকা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল টুইট করে অনুরোধ জানিয়েছেন, 'প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করছি, যাঁরা যোগ্য তাঁরা টিকা নিন।' গত ৪ মার্চ দিল্লির এলএনজেপি হাসপাতালে করোনা-টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার ডোজ নেওয়ার পর কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলাম বৃহস্পতিবার। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করছি, যাঁরা যোগ্য তাঁরা টিকা নিন।'

১২ বেড়ে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ৭৯৩ জনের, মোট সংক্রমিত ৫৭,৪২৭

পুদুচেরি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): পুদুচেরিতে নতুন করে আরও ১২ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ১,১২২ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৭,৪২৭। ৫৭ হাজার ৪২৭ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪৭,৬৪৫ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ১২ জনের মৃত্যুর পর পুদুচেরিতে করোনা কেড়েছে ৭৯৩ জনের প্রাণ।

বৃহস্পতিবার পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,১২২ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫৬৪ জন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮,৬৮৯ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৪৭,৬৪৫ জন।

তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি শান্তিপুরের তৃণমূল প্রার্থী অজয় দে

শান্তিপুর(নদীয়া), ২৯ এপ্রিল (হি.স) : তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন নদীয়ার শান্তিপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অজয় দে। বৃহস্পতিবার সকালে শ্বাসকষ্ট অনুভব হওয়ায় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন।

এবারে শান্তিপুর বিধানসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী অজয়। পঞ্চম দফায় গত ১৭ এপ্রিল তাঁর আসনে ভোট হয়। অজয়ের পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, কয়েক দিন আগে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় তিনি টেস্ট করিয়েছিলেন। পরে তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এত দিন বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন তিনি। বুধবার রাত থেকে তীব্র শ্বাসকষ্ট অনুভব করায় বৃহস্পতিবার সকালে তাকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অক্সিজেন-স্যালাইন দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ইলামবাজারে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী , এলাকায় সংঘর্ষ রণক্ষেত্র

ইলামবাজার, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : অষ্টম দফার ভোটের দিন উতপ্ত ইলামবাজারের ধরমপুর ।বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে হামলা ।দু'পক্ষের সংঘর্ষে উতপ্ত ধরমপুর। সংঘর্ষে ব্যাপক মারধোর।

ধরমপুরে বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে গো ব্যাক শ্লোগান ।এলাকায় তৃণমূল বিজেপি মধ্যে বচসা। মারামারি শুরু হয়ে যায়। বাঁশ হাতে বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলী গাড়িতে হামলা চালানো হয়। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায় নি ।পাথর ছোড়া শুরু হয়ে যায়। বিজেপির অভিযোগ আমাদের কাছে অভিযোগ আসছিল ওই বুথ দখল করে এক তরফা ভোট করাচছে তৃণমূল ।তাই ওই বুথে যায় বিজেপি প্রার্থী। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আক্রমণ করা হয়।

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলী ধরম পুর অঞ্চলে আসতেই উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ মুহুর্তে তৃণমূলের লোকজন অনির্বাণ গাঙ্গুলী কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এছাড়াও গো ব্যাক শ্লোগান দিতে থাকে। এখানেই না থেমে থেকে বিজেপি প্রার্থী গাড়ি তে বাঁশ হাতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পরেই মুহুর্তে রন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে গ্রাম ।পালটা প্রতিরোধে নামে বিজেপি। দুপক্ষই বাঁশ হাতে তান্ডব চালাতে থাকে। আহত হয় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন বেশ কয়েক জন আহত হয়। চলে ইট বৃষ্টি। আহতরা মাটি পড়ে কাতরাতে থাকৈ। অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। বিজেপির প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলীর অভিযোগ তৃণমূলের দুস্কৃতিরা পরিকল্পনা করে আক্রমণ করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

ঝুপড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে মৃত্যু ৬ জনের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির কাপাশেরা এলাকায় ঝুপড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ও আগুন লেগে মৃত্যু হল একই পরিবারের ৬ জন সদস্যের। মৃত্যু হয়েছে স্বামী ও স্ত্রী এবং তাঁদের ৪ সন্তানের। মৃতদের নাম কমলেশ (৩৭), তাঁর স্ত্রী বুধানী (৩২) এবং ১৬, ১২, ৬ এবং তিন মাসের সন্তানঊ

দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির ডিসিপি ইঙ্গিত প্রতাপ সিং জানিয়েছেন, বুধবার গভীর রাতে পালম বিহারের বাল্মীকি কলোনি থেকে দু"টি ফোন পেয়েছিলাম আমরা। ফোন করে জানানো হয়, সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে একটি ঝুপড়িতে আগুন ধরে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ ও দমকল। আগুন নেভানোর পর ওই ঝুপড়ি থেকে ৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সংলগ্ন আরও একটি ঝুপড়িতে কয়েকজন শ্রমিক ছিলেন। যথাসময়ে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে টিকাকরণ কর্মসূচিতে ১.৫ লক্ষ টিকা পেল অসম

গুয়াহাটি, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সের নাগরিকদের টিকাকরণ-এ অসম ১.৫ লক্ষ টিকা পেয়েছে। ইতিমধ্যে টিকাকরণ-এ নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কোভিশিল্ডের ওই টিকা আজ অসমে পাঠিয়েছে। তাতে, বর্তমানে ৭৭ হাজার ৩০টি ডোজ মজুত রয়েছে রাজ্যে। অসমের স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবিষয়ে এক টুইট বার্তায় বলেন, টিকাকরণ আরও মজবুত করার লক্ষ্যে রাজ্য আজ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১.৫ লক্ষ ডোজ গ্রহণ করেছে। ফলে, এখন রাজ্যে ৭৭ হাজারের অধিক ডোজ রয়েছে। প্রসঙ্গত, অসম-এ ২২ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৫৪ জন-কে টিকা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩ লক্ষ ২২ হাজার ১৪৯ জন স্বাস্থ্য কর্মী, ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৭১ জন সামনের সারির কর্মী এবং ৪৫ বছরের উর্ধে ১৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৪৩ জন রয়েছেন। এদিকে, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১২৫৫। অন্যদিকে, গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩০৪৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাতে, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৪৭। তবে, বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২১,৮৪৮।

সঙ্ঘের ধ্যান সহায়তায় নিবদ্ধ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারও সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে : সুনীল আম্বেকার

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) বলেছে যে বর্তমানে এই সংগঠনের পুরো ধ্যান জনগণকে সহায়তা প্রদানে নিবদ্ধ। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারও সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সংঘের স্বয়ংসেবকরা বর্তমানে করোনা হেল্পলাইন সহ সারা দেশে ১২ প্রকারের সেবা কার্য পরিচালনা করছেন।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল অম্বেকার একটি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে সংঘ কর্তৃক পরিচালিত সেবা কাজ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বলেন সংঘের স্বয়ংসেবকরাও সমাজের অন্যান্য বিভাগের মত সেবা কাজ করে চলেছেন ।ধীরে ধীরে একে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আম্বেকার বলেন যে, সংঘ বর্তমানে ১২ প্রকারের পরিষেবা দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পৃথকাবাস কেন্দ্র পরিচালনা, করোনার কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা, জনগণকে খাবার সরবরাহ করা, সরকারী হাসপাতাল ও কোভিড কেন্দ্রগুলিতে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করা, হেল্পলাইনগুলি চালানো, চিকিতার পরামর্শ প্রদান, ডিকোশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং ভ্যাকসিন সচেতনতা অভিযান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ নরেন্দ্র কুমার এবং অলোক কুমারও। হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

দুই পক্ষের মারপিটে উত্তপ্ত গঙ্গারামপুর, উদ্ধার এক রাউণ্ড কাতুর্জসহ আগ্নেয়াস্ত্র

গঙ্গারামপুর, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : দুই পক্ষের মারপিটে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ দিনাজপুর গঙ্গারামপুর শহর। ঘটনায় চার পুলিশ কর্মী সহ দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে এক রাউণ্ড কাতুর্জ ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় বড়বাজার এলাকা বনধের চেহারা নিয়েছে। বুধবার রাতে ঘটনার সূত্রপাত। রাতের মত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে ফের উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়বাজার এলাকার তৃণমূল নেতা বাবু চৌধুরীর সঙ্গে এক যুবকের গণ্ডগোল বাঁধে। অভিযোগ, সেই যুবককে মারধর করে বাবু চৌধুরী। বিষয়টি নিয়ে বড়বাজারের বাসিন্দা ওম গুপ্তা এগিয়ে এসে বাবু চৌধুরীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর ওপরেও চড়াও হয়। ঘটনায় ওম গুপ্তার চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে আশপাশের লোকজন সেখানে যান। ঘটনাস্থলে গঙ্গারামপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছোয়। অভিযোগ, বেশ কিছু লোকজন জমায়েত হয়ে থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রাজ্য সড়কের ধারে বাবু চৌধুরীর বাড়িতে চড়াও হয়। ইট পাটকেল নিয়ে বাবু চৌধুরীর বাড়িতে চড়াও হওয়ায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সে সময় তৃণমূল ছাত্র নেতা কৌশিক সাহা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে মারধর করে। প্রথমে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ সিভিক ভলান্টিয়ার ঘটনাস্থলে গেলে তাদের ওপরেও চড়াও হয়। আহত হন দুই পুলিশ কর্মী, দুই সিভিক ভলান্টিয়ার সহ বেশ কয়েকজন। এরপর গঙ্গারামপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী র্যা ফ ও সিভিক ভলান্টিয়ার ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। ঘটনায় পুলিশও লাঠি চালায় বলে অভিযোগ। এদিন সকালে রাজ্য সড়কের উপর এমন ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় বড়বাজার এলাকায়। মুহূর্তের মধ্যে বড়বাজার এলাকার দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনা মিটতে না মিটতে বড়বাজার এলাকার বেশ কিছু মহিলা দল বেঁধে থানায় গেলে ফের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ মুহুর্তের মধ্যে তাদের সরিয়ে দেয়। ঘটনার পর এলাকায় পরিদর্শনে যান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গৌতম দাস। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

১ মে থেকে ১৮ উর্ধদের টিকাকরণে 'না' মুম্বইয়েরও

মুম্বই, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির পর এ বার মুম্বই পৌরসভার তরফেও জানিয়ে দেওয়া হল যে, ১ মে থেকে কোনও মতেই ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের টিকাকরণ শুরু করা যাবে না। বৃহস্পতিবার বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অতিরিক্ত কমিশনার অশ্বীনী বিড়ে টুইট করে বলেন, "নতুন বয়সসীমার টিকাকরণ তখনই শুরু হবে, যখন আমাদের কাছে পর্যাপ্ত টিকা থাকবে। ১ মে থেকেই টিকাকরণ শুরু করা সম্ভব নয়।" তবে শহরের প্রবীণ মানুষরা যাতে টিকাকরণ নিয়ে নিশ্চিত থাকেন, সেই বিষয়েও আশ্বস্ত করেন তিনি।

তিনি টুইট করে বলেন, "যতক্ষণ অবধি পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্যাকসিন না আসছে, ততদিন দয়া করে অপেক্ষা করুন। আপনাদের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। আপাতত ততদিন আপনারা সুরক্ষিত থাকুন, টিকাকেন্দ্রগুলিতে ডবল মাস্ক পড়ুন।"

তিনি আরও জানান, বয়স্ক ব্যক্তিদের আপাতত লাইনে দাঁড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই। আপাতত ভ্যাকসিন সরবরাহে ঘাটতি চলছে এবং সমস্ত কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ টিকা নেই। তবে টিকা এসে গেলেই পুনরায় টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

বর্তমানে ৪৫ উর্ধ সমস্ত ব্যক্তিদের টিকাকরণ প্রক্রিয়া চালু থাকবে, এ কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের টিকাকরণ শুরু হয়ে গেলেও ৪৫ উর্ধদের টিকাকরণ প্রক্রিয়া চালু থাকবে। বিএমসির তরফে আরও ৫০০টি সরকারি ও বেসরকারি কেন্দ্র চালু করা হবে।"

তৃতীয় পর্যায়ের টিকাকরণে কেন্দ্রের কাছে ৩ কোটি টিকা চাইল রাজ্য

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : কেন্দ্রের কাছে ৩ কোটি প্রতিষেধক চাইলো রাজ্য। রাজ্যের টিকাকরণ ব্যবস্থায় গতি বাড়াতে রাজ্যের এই উদ্যোগ। এর আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের কাছে টাকা দিয়ে রাজ্যের জন্য করোনা প্রতিষেধক কিনে নিতে চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্য এই টিকা রাজ্যের মানুষকে বিনা পয়সায় দেবে। কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে সেই প্রতিষেধক রাজ্য পায়নি।

সূত্রের খবর, সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে টিকাকরণের জন্য ওই টিকা চাওয়া হয়েছে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত এই ৩ কোটি টিকার অনুরোধ করা হলেও পরবর্তী পর্যায়ে আরও টিকা সরবরাহের অনুরোধ করা হবে কেন্দ্রকে।

নবান্ন জানিয়েছে, যে ৩ কোটি টিকা চাওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ২ কোটি টিকা রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির জন্য। বাকি ১ কোটি টিকা বেসরকারি হাসপাতালগুলির জন্য চাওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে আপাতত ১ কোটি মানুষের টিকাকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এ ছাড়া বেসরকারি হাসপাতালগুলির মাধ্যমে আরও ৫০ লক্ষ রাজ্যবাসীর টিকাকরণ হবে অনুমান করে ওই টিকা চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রের কাছে। মোট ৩ কোটি টিকা রাজ্যের দেড় কোটি বাসিন্দাকে দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রকে জানিয়েছে রাজ্য। এব্যাপারে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে চিঠি গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও টিকার অনুরোধ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ডিমা হাসাওয়ে করোনায় আক্রান্ত নতুন করে ১৬ জন

হাফলং (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় এবার ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। এবার আক্রান্তের মধ্যে রয়েছে স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। বৃহস্পতিবার ডিমা হাসাও জেলায় রেকর্ড ১৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে রয়েছে হাফলং শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের এক শিক্ষিকা।

জানা গেছে ওই শিক্ষিকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত রয়েছে। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০০ পার করে ফেলেছে। পাহাড়ি জেলায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১১৩ জন। গত ২৪ ঘন্টায় ডিমা হাসাওয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৯ জন। প্রতিদিনই এই সংখ্যা বেড়ে চলছে।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাওয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ১১৩ জন রোগীর মধ্যে ১৭ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৮৬ জন। তাছাড়া ১০ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সুত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে ডিমা হাসাওয়ে স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ডিমা হাসাও জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ পার হয়ে গেলে ও জেলায় নিম্ন প্রাথমিক থেকে শুরু অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত এখনও পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানানো হলে ও জেলাপ্রশাসন বা জেলার শিক্ষা বিভাগ এখন পর্যন্ত এনিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

এনকাউন্টারে খতম আলফা (স্বাধীন)-এর শীর্ষ নেতা দ্বিপেন সাউদ

বঙাইগাঁও (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে বঙাইগাঁও জেলায় ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অসম-ইন্ডিপেন্ডেন্ট (আলফা -স্বাধীন)-এর স্বঘোষিত 'কর্নেল' দ্বীপেন সাউদ রাজ্য পুলিশের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে ধরাশায়ী হয়েছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে জেলার মানিকপুর থানার বেসিমারি এলাকায় সন্দেহভাজন জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান চালায় অসম পুলিশ। তখন পুলিশকে লক্ষ্য করে আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করে সশস্ত্র জঙ্গি বাহিনী। জবাবে পুলিশও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে চলতে থাকে দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলি। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে আলফা (স্বাধীন)-এর স্বঘোষিত 'কর্নেল' দ্বীপেন সাউদ।

স্পর্শকাতর ঘটনাটির সত্যতা স্বীকার করে ট্যুইট করেছেন রাজ্য পুলিশের ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। ভাস্করজ্যোতি মহন্ত ট্যুইটারে বলেছেন, বঙাইগাঁও জেলার মানিকপুর থানার অধীন বেসিমারি অঞ্চলে ভোরবেলা পুলিশ-আলফার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ঘণ্টার বেশি সময় গুলিবর্ষণ হয়। সম্প্রতি আলফা (স্বা)-র ওয়েস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার দৃষ্টি রাজখোয়ার পরিবর্তে নিয়োজি হয়েছিল এসএস কর্নেল দ্বিপেন সাউদ। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালে সে মারা গেছে। এদিকে নিহত ব্যক্তির সঙ্গে জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত জনৈক পাদুম রাইকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ আটক করেছে পুলিশ। একইসাথে পুলিশ দাবি করছে ভারতবিরোধী অন্যান্য জঙ্গি বাহিনীর সহযোগিতায় নিষিদ্ধ সংগঠন আলফা (স্বা) পুলিশের কিছু সংখ্যক পদস্থ আধিকারিককে অপহরণের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছে অসম পুলিশ। জঙ্গি সংগঠন আলফা (স্বা)-র আরও জঙ্গিকে গ্রেফতারের জন্য চিরুনি তালাশি জারি রেখেছে পুলিশ।

ডিমা হাসাওয়ে লামডিং ও হাতিখালির মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাকে অগ্নিকান্ড

হাফলং (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.): শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইষ্ট-ওয়েষ্ট করিডরে এক বড় সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি একটি ট্রাক। শিলচর-সৌরাষ্ট্র ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের লামডিং-হাতিখালি রাডাওডিসা গ্রামের কাছে বৃহস্পতিবার সকালে লামডিং থেকে লাংটিং অভিমুখে আসা একটি গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি একটি ট্রাক হঠাৎ দাও দাও করে জ্বলে উঠে এতে মুহুর্তের মধ্যে জাতীয় সড়কের ওই অংশে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এবং রাস্তার দুপাশে বেশ কয়েকটি যানবাহন আটকা পড়ে থাকে কয়েক ঘন্টা। এদিকে ঘটনার পরই ওই জাতীয় সড়কের দুপাশে আটকে থাকা অনান্য যাত্রীরা হাতিখালি পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ অকুস্থলে ছুটে আসে এবং খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসে দমকল বাহিনী অবশেষে দমকল বাহিনীর তৎপরতায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পায় ট্রাকটি। তবে অগ্নিকান্ডের ফলে ট্রাকটির সামনের দিক সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়ে যায় এমনকি বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ ঘটে। এদিকে এই অগ্নিকান্ডের পরই ট্রাকের চালক ও সহ-চালক পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এদিকে গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাকে কি ভাবে অগ্নিকান্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে এনিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। লামডিং থেকে লাংটিং অংশে ওই জাতীয় সড়কে গ্যাস ভর্তি ট্রাক আসার পথে ওই সব জায়গায় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস চুরি করার মত ঘটনা সংগঠিত হয়ে থাকে বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

৮টি চটকল বন্ধ, শ্রমিকদের বাঁচাতে ছ'দফা দাবি পেশ এসইউসিআই (সি)-র

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে ৮টি চটকল মালিকরা বন্ধ করে দিলেন বলে অভিযোগ করেছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। বৃহস্পতিবার দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য শ্রমিকদের বাঁচাতে ছ'দফা দাবি পেশ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন ---- "গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার সাথে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বর্তমানে করোনা সংক্রমণে ভয়াবহতাজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই সংকটগ্রস্ত পরিস্থিতিতে রাজ্যে নতুন করে ৮টি (ওভারলি, বজবজ, ডেল্টা, নর্থ ব্রুক, ওয়েলিংটন, রিলায়েন্স, প্রবর্তক সহ) চটকল মালিকরা কাঁচা পাটের অভাবের অজুহাতে একতরফাভাবে 'সাসপেনসন অফ ওয়ার্ক' নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে বর্তমানে প্রায় ৫৫ হাজার চটকল শ্রমিক কাজ হারিয়ে দুর্বিসহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। কাঁচাপাটের অভাব সৃষ্টি হয়েছে মজুতদারী, কালোবাজারি ও বিদেশে রপ্তানির ফলে। এবছর ৫ লক্ষ বেল পাট বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে এবং বহু মজুতদার ও কালোবাজারি পাট মজুত করে রেখেছে। ফলে এই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের অধিনস্ত জুট কর্পোরেশন কাঁচা পাটের উৎপাদন ও বন্টনের দায়িত্বে রয়েছে। তাদের পরিকল্পনাহীন অবস্থার জন্যই এই কৃত্রিম অভাব। আগেই পরিকল্পনা করে বাংলাদেশ থেকে কাঁচাপাটের আমদানি করে ঘাটতি মেটানোর কথা। কিন্তু তা করা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে চটকল শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য আমরা দাবি করছি-

১) বন্ধ চটকলগুলি খুলে সমস্ত শ্রমিকদের কাজ পাওয়াকে নিশ্চিত করা এবং মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতাকে বন্ধ করা।

২) প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচাপাট বাংলাদেশ থেকে আমদানি করতে হবে এবং কাঁচাপাটের মজুতদারি ও কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে এবং মজুতদার ও কালোবাজারিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৩) চটকল মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের পি.এফ, ইএসআই, গ্র্যাচুইটির টাকা লুঠ এবং দেশের প্রচলিত শ্রম আইন লঙ্ঘন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৪) করোনা-স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চটকলগুলি চালু রাখতে হবে এবং চটকলগুলিতে শ্রমিকদের করোনা পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) চাষিরা যাতে পাটের দরাজ দাম পায় সরকারকে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬) যতদিন না মিল চালু হচ্ছে, ততদিন শ্রমিক পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।"

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা। ছবি নিজস্ব।

বেইলী ব্রীজ দীর্ঘদিন ধরেই মরণ ফাঁদে পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ এপ্রিল।। অমরপুর গন্ডাছড়া সড়কে সরমা নদীর উপর বেইলী ব্রীজটি দীর্ঘদিন ধরেই মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। বেইলী ব্রীজটি দ্রুত সংস্কারের দাবি উঠেছে।অমরপুর গন্ডাছড়া সড়কে বেইলি ব্রিজের বেহাল দশা, যেকোন সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এ ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই প্রশাসনের। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এবং এই রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনের চালকরা। গন্ডাছড়া-অমরপুর রাস্তায় সরমা নদীর উপর বঙ্কর ঘাট এলাকার বেইলি ব্রিজটির বর্তমানে নড়বড়ে অবসা। ব্রিজের লোহার পাতটিতে জং ধরেছে। তাতে যেকোন সময় ঘটতে পারে অঘটন। বেহাল এই ব্রিজটির উপর দিয়ে প্রতিদিন শত শত যানবাহন যাতায়াত করলেও পূর্ত দপ্তরের কর্তাবাবুদের কোন নজরদারি নেই। এলাকাবাসীদের দাবি রাস্তার উপর গুরুত্বপূর্ন লোহার বেইলি ব্রিজটি অতিদ্রুত সারাই করার পাশাপাশি নতুন পাকা ব্রিজ নির্মান করাহোক। ব্রিজটি ভেঙ্গে পড়লে বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে বলে এলাকাবাসী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ এই ব্রিজ সংস্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

২ নেশা কারবারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ এপ্রিল।। অমরপুর মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় ভারতীয় মজদুর সংঘের অফিস চত্বর থেকে দুই নেশা কারবারি যুবককে আটক করা হয়েছে। আটক দুই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা স্কুলপড়ুয়া বলে জানা গেছে।নেশা সামগ্রীসহ আটক দুই স্কুল পড়ুয়া ছাত্র। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার অমরপুর মোটর স্ট্যান্ড এলাকায়। ওই দুই যুবককে বীরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনায় বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার সকালে অমরপুর বিএমএস অফিস চত্বরে ঐ দুই যুবকের ঘুরাফেরার গতিবিধি লক্ষ্য করে উপস্থিত মোটর শ্রমিক কর্মীরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কোভিড-১৯ সিপাহীজলা জেলা টাস্কফোর্সের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে গতকাল সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে সিপাহীজলা জেলা টাস্কফোর্সের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা (প্রজেক্ট) তমাল মজমদার, জেলার টিকাকরণ স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অরিজিৎ সিনহা, ডিসি রাকেশ দেববর্মা ও মহকুমার মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় জেলাশাসক ও সমাহর্তা বিশ্বশ্রী বি জানান, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরগুলি প্রস্তুত রয়েছে। তিনি জানান, কোভিড-১৯ মুক্ত রাখতে জেলার সকল অংশের মানুষকে সচেতন করার কাজ চলছে। তার জন্য জেলা প্রশাসন মাস্ক বিরোধী অভিযান, বিভিন্ন বাজার, জনবহুল স্থানে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করছে, এছাড়া জেলায় ১৬৩টি স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্রে ৪৫ বছর উর্দ্ধ সমস্ত নাগরিকদের করোনার টিকাকরণও করা হচ্ছে। এছাড়া নাগরিকদের মধ্যে মাস্ক পড়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা এবং ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য নিয়মিত প্রচার চালানো হচ্ছে। সভায় জেলা টিকাকরণ স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, সিপাহীজলা জেলায় ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৬৩ জনকে প্রথম ডোজ এবং ২৩ হাজার ৪১২ জনকে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী কমিটির পক্ষ থেকে পথচারী থেকে শুরু করে জনগণের মাঝে মাক্স বিতরণ করা হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ এপ্রিল।। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় বিশ্রামগঞ্জ ডিএম অফিস থেকে শুরু করে বাজার পরিক্রমা করে বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী। যারা যারা মাক্স ব্যাবহার না করে ঘোরাফেরা করছে তাদের মাঝে বিতরন করা হয় মাক্স। করোণা সম্পর্কে সচেতনতা মূলক প্রচারণা শুরু করেছে বাজার কমিটির সেক্রেটারি বাবুল সাহা সহ অন্যান্য সদস্যরা। জাতীয় সড়কের পাশে সমস্ত জনগণের প্রতি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সবাইকে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানতে এবং মাক্স পড়তে, সাবান দিয়ে বার বার হাত ধুতে, এমনকি প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে আহ্বান করেন। পথচারীদের এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত গ্রামের মানুষকে সচেতন করতে পুলিশের ভূমিকা প্রশংসনীয় একথা বলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক ও সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দও।

কাজ করে ন্যায্য মজুরি চাইতে গিয়ে লাঞ্ছিত হল এক শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। কাজ করে ন্যায্য মজুরি চাইতে গিয়ে লাঞ্ছিত হল এক শ্রমিক।ঘটনা আনন্দনগরে শ্রীনগর থানাধীন এলাকায়।সত্য রঞ্জন দেবনাথ নাম একব্যক্তি আনন্দ নগর এলাকায় একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে যায়। তাকে সাতশত টাকা মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাজ শেষে তার হাতে ৫০০ টাকা ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ নিয়ে বাড়ির মালিকের সঙ্গে বাকবিতন্ডা হয়। এর জেরে তাকে লাঞ্ছিত করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সত্য রঞ্জন দেবনাথ জানায় সে

যখন যে কাজ পায় সেই কাজই করে থাকে। শ্রমিক জানায় কিছু দিন আগে বিশ্বজিৎ সাহার ডাকে ওর আত্বিয়ের বাড়িতে শ্রদ্ধানুষ্ঠানের পাতা পরিষ্কারের কাজে গিয়েছিল। মজুরি দেওয়ার কথা ছিল ৭০০ টাকা। পরের দিন ওকে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়। বাকি টাকা চাইতে যায় ওই শ্রমিক। সেই সময় বিশ্বজিৎ বাবু চটে লাল হয়ে যান এবং চড়াও হয় শ্রমিক সত্যরঞ্জনের উপর। খবর পেয়ে ওনার স্ত্রী আসলে ওনার স্ত্রীর তল পেটে লাথি মারে বিশ্বজিৎ। থানার দারস্ত হলে থানা থেকে উল্টো ধমক খেতে হয় শ্রমিককে।

জানা যায় বিশ্বজিৎ এর এক ভাই ওই থানায় কর্মরত। আক্রান্ত শ্রমিকের স্ত্রী আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসে। পাশাপাশি নিজেকে খুব অসহায় বলেও অনুভব করছে।

হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। পশ্চিম জেলার আগরতলা ও তার আশেপাশে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভ্যাকসিনের পাশাপাশি চলছে করোনা পরীক্ষা। একই সাথে বহির্রাজ্য থেকে যারা ফিরছেন তাদেরেও সমানভাবে চলছে করোনা পরীক্ষা। জেলায় বিশেষ মেডিকেল টিম এই মুহুর্তে করোনা আক্রান্ত হয়ে হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর নিচ্ছেন ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম ভুবনবন আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ রমাকান্ত মালাকার এলাকার হোম আইসোলেশনে থাকা ২৫ জন রোগীর খোঁজ নিচ্ছেন এবং নিয়মিতভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। চিকিৎসক ডাঃ রমাকান্ত মালাকারের সাথে রয়েছেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এমপিএস প্রীতি মজমদার, দেবলীনা দাস এবং ল্যাব টেকনিশিয়ান মিন্টু রায়। হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের সবধরনের প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট ও ঔষধপত্র পৌঁছে দিচ্ছে এই বিশেষ মেডিকেল টিম। পুরো টিমটির তত্বাবধানে রয়েছেন পশ্চিম ভুবনবন আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ ডাঃ কিষান রায়। এখন পর্যন্ত এলাকার ৫ জন রোগী করোনামুক্ত হয়েছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্যে প্রতি বুধবার ও শনিবার মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। রাজ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন সময়ে প্রতি শনিবার মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে পালনের ফলে মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এখন রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত প্রতি বুধবার এবং শনিবার 'মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে' পালন করা হবে। 'মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে'-তে বিভিন্ন মাধ্যমে, সংস্থা ও সামাজিক স্তরে মাস্ক/মুখাবরণ ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়াও জেলা ও পুলিশ প্রশাসন 'দ্য ত্রিপুরা এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশনস, ২০২০' কঠোরভাবে কার্যকর করবে এবং সেই অনুযায়ী নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করবে। জেলা প্রশাসন পুলিশ এবং ভলান্টিয়ারদের নিয়ে জয়েন্ট ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন করবে। এই ফ্লাইং স্কোয়াডই কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। মুখ্য সচিবের অফিস থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

সেই ট্রেনের মধ্যে থেকে বাছাই করে বিভিন্ন বয়সী যাত্রীদের মধ্যে ৪৩ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো। আগামী দিনে রেল স্টেশন এর পাশাপাশি বাজার, মোটর স্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকায় যেখানে লোকের জমায়েত হয় সেখানে করোনার পরীক্ষা করা হবে বলে জানান গোমতী জেলা শাসক। এই করোনা পরীক্ষায় সক্রিয় ভাবে উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা দায়িত্ব পালন করেন।

মোদী সকাশে নরবণে, কোভিড ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশদ আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বিশদে আলোচনা করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নিয়ে মোদীর সঙ্গে দেখা করেছেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণে। প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের মধ্যে বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী দফতর (পিএমও)।

পিএমও জানিয়েছেন, কোভিড পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেছেন সেনাপ্রধান। প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে, সাধারণ নাগরিকদের জন্য সেনা হাসপাতাল খুলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, সাধারণ নাগরিকরা নিজেদের নিকটতম সেনা হাসপাতালে যেতে পারেন। সেনাপ্রধান অবগত করেছেন, আমদানিকৃত অক্সিজেন ট্যাঙ্কার ও অন্যান্য বাহন পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে সেনাবাহিনী।

ভারতে ২৮.৪৪-কোটির উর্ধ্বে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা ৮২.১০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): করোনায় বাড়বাড়ন্তের মধ্যে ভারতে ২৮.৪৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১৭,৬৮,১৯০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৮,৪৪,৭১,৯৭৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৬৮,১৯০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭৯,২৫৭ জন।

ভারতে ফের বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধির সংখ্যা ১,০৬,১০৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৬৯,৫০৭ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,০৪,৮৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৬৪৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৫০,৮৬,৮৭৮ জন (৮২.১০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ১, ০৬,১০৫ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩০,৮৪,৮১৪ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৬.৭৯ শতাংশ)।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পব

প্রকাশ করেন হাদুকলাউতে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত রিয়াং পরিবারগুলি নিজেদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক রাখার পাশাপাশি এই এলাকার অন্যান্য জনজাতি ও জাতি সহ সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

কর্মসূচি

● প্রথম পাতার পর

করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাধারঘাট নগর শাখার সম্পাদক সরোজ ঘোষ জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রত্যেককে আরও সচেতন হতে হবে। প্রত্যেককে মাক্স পরিধান করতে হবে ,সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। স্বচ্ছতার উপর সকলকেই নজর দিতে হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের সর্বত্র এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

কৃষক সভার

● প্রথম পাতার পর

বলে সারা ভারত কৃষক সভা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর জানান। বিদ্যুতের যোগান পাম্প অপারেটর সংকট এবং জলের অভাবে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রতিনিধিদলকে জানান আর্থিক মঞ্জুরি না পাওয়ার কারণে জলের উৎস এবং যন্ত্রপাতি সংস্কার করা যাচ্ছে না। এসব বিষয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজ্য সরকারের নজরে এনেছেন বলেও জানান। কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। তিনি বলেন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্যন্ত একটিসেচ প্রকল্পও তৈরি করেনি। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেসব প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করায় বর্তমান সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এবছর দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে কৃষকরা মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। একদিকে বৃষ্টি নেই অন্যদিকে শেষ প্রকল্প গুলি বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে কৃষকদের চরম সর্বনাশ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পবিত্র বাবু বলেন সরকার কৃষক স্বার্থের কথা বড় গলায় বলছে অথচ বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। প্রধানমন্ত্রী সিঞ্চন যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রীর সিঞ্চন যোজনা গ্রহণ করা হলেও রাজ্যে এইসব প্রকল্পে এখনো পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি বলে পবিত্র বাবু উল্লেখ করেন। সেচ কৃষি এবং বিদ্যুৎ দপ্তরকে যৌথভাবে কাজ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্ট্যাম্প

● প্রথম পাতার পর

পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা। এছাড়া বৈঠকে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দীপ দেববর্মা এবং এজিএমসির অধ্যাপক ডা. তপন মজুমদার।

তাঁরা জানান, ত্রিপুরায় কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাতে, এখন থেকে চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু, দিল্লি এবং মহারাষ্ট্র থেকে ত্রিপুরায় আসা ট্রেনের ১০০ শতাংশ যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা করা হবে। এক্ষেত্রে যাত্রীদের করোনা পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট থাকলেও ত্রিপুরায় প্রবেশের পর তাদের পুণরায় করোনা পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষায় যদি কারোর পজিটিভ আসে তাদের সরকারিভাবে সংশ্লিষ্ট জেলায় পৌঁছে দেওয়া-র ব্যবস্থা করবে ত্রিপুরা সরকার। সেক্ষেত্রে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ চূড়ান্ত করবেন সেই পজিটিভ ব্যক্তি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নাকি হোম আইসোলেশনে থাকবেন। বিমান এবং সড়ক পথে আসা যাত্রীদের ক্ষেত্রে পূর্বের আদেশ কার্যকর থাকবে। ডা: দীপ দেববর্মা বলেন, পূর্বের মতোই বহির্রাজ্য থেকে আসা যাত্রীদের বাড়ির গেটে স্টিকার এবং হাতে স্ট্যাম্প দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সমস্ত জেলাশাসকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সক্রিয় ১০২০

● প্রথম পাতার পর

পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। কারণ, এ-বছর অতিমারির প্রভাব অনেক আগেই ত্রিপুরায় আছড়ে পড়েছে। গত বছর এমন সময়ে করোনার প্রভাব তেমনভাবে ত্রিপুরায় দেখা দেয়নি। তবে, গত ২৪ ঘন্টায় ৫০ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাতে, সামান্য স্বস্তি মিলেছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১০২০।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১২০২ এবং রেপিড এন্টিজেনর মাধ্যমে ৩৮৭৩ জন মোট ৫০৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৫৪ জন এবং রেপিড এন্টিজেন-এ ১১২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১৬৬ জন নতুন করোনা সংক্রমিত-র খোজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবর-ও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৫০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১০২০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৫০২৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৩৫৫৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.০০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৫.৯৫ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.১২ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে খবর, ক্রমাগত পশ্চিম জেলায় সংক্রমণ-এ শীর্ষে থাকছে। নতুন করে পশ্চিম জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ৯৮ জন, দক্ষিন জেলায় ১০ জন, গোমতি জেলায় ৫ জন, ধলাই জেলায় ১৯ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৩ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১১ জন এবং উনোকোটি জেলায় ২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। খোয়াই জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় কেউ আক্রান্ত হননি।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত দুলাল মিয়া পাশে দাঁড়ায়। অভিযোগ তোলে ওই মহিলার বিরুদ্ধে আদৌ মহিলা সত্যি কথা বলছে কিনা এবং দুলাল মিয়া সম্পর্কে তার এলাকা থেকে খবরা খবর নিয়ে সাফাই দিতে থাকে জনগণ। দুলাল মিয়ার মূল অপরাধ ছিল ঘটনাস্থল থেকে পালাবার চেষ্টা, যার ফলে জনগণ উত্তেজিত হয়ে তাকে মারধোর করে। একসময় দুলাল মিয়া উত্তেজিত জনতার হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকে এবং তার কাছ থেকে জানা যায় পুরানো একটি মামলার বিষয় মনে করে সে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিল।

তবে আদৌ দুলাল মিয়া যদি চুরি করে না থাকে তাহলে কেনইবা ওই মহিলা দুলাল মিয়ার বিরুদ্ধে চুরি করার অভিযোগ তুলল সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে উত্তেজিত জনতা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে কিছু উত্তেজিত জনতা মহিলার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করে। মহিলা মিথ্যা কথা বলে একজন সাধারন যুবককে চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে মারধর করে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তাদের এক নিকটাত্মীয় মহিলা জানান নিজেই নাকি আগুন লাগিয়েছে। ওই মহিলা গৃহবধূর গায়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। চিৎকারে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা এসে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে হাসপাতালে নিয়ে যান। পারিবারিক কলহের জেরে ঘটনাটি ঘটেছে বলেও ওই মহিলা জানান।গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর বাপের বাড়ি থেকে এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার জন্য অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর শাশুড়ি ও ননাসকে দায়ী করেছেন অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন। ঘটনার পর থেকে স্বামী পলাতক বলে জানা গেছে।

জনের

● প্রথম পাতার পর

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৭৯,২৫৭ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮৩,৭৬,৫২৪। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩,৬৪৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,০৪,৮৩২ জন (১.১২ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮১৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৫ কোটি ০০ লক্ষ ২০ হাজার ৬৪৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২১,৯৩,২৮১ জনকে।

অতিক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

কে চিঠি দিয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদবকে দরখাস্ত করার কথা বলেছেন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বিয়ে বাড়িতে জেলাশাসক যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তার মাধ্যমে হিন্দু সমাজের সামাজিক ধর্মীয় রীতিনীতি ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। শাসকদলের সংস্কারপন্থী বিধায়ক আশিস দাসের ধর্না আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

বিশ্ব টেস্ট ফাইনাল খেলতে কোহলীদের সঙ্গেই ইংল্যান্ডের বিমান ধরতে পারেন উইলিয়ামসনরা

মুম্বাই : আইপিএল-এর পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গেই ইংল্যান্ডে যেতে পারেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। সে দেশের ক্রিকেটার সংগঠনের প্রধান এমন সম্ভাবনার কথাই উসকে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, কড়া নিভৃতবাসের নিয়মের জন্যেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।কেন উইলিয়ামসন, ট্রেন্ট বোল্ট, কাইল জেমিসন, মিচেল স্যান্টনার-সহ ১০ জন ক্রিকেটার এবারের আইপিএল-এ খেলছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের জন্যে ২০ সদস্যের দলের কথা ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। ১৮ জুন ফাইনাল শুরু হওয়ার আগে যা নামিয়ে আনা হবে ১৫ জনে।ক্রিকেটার সংগঠনেক প্রধান হিথ মিলস বলেছেন, ''ওদের দেশে ফেরা কঠিন। এখানে দু'সপ্তাহের নিভৃতবাস কাটিয়ে আবার ইংল্যান্ডে যাওয়া মুশকিল। তাই রাউন্ড-রবিন বা ফাইনাল ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা ভারতেই থাকবে।মিলসের সংযোজন, ''যাতায়াতের সমস্যাও একটা অন্যতম কারণ। বেশি বিমান নেই। যারা ইংল্যান্ডে যাবে তারা ছাড়াও অনেকে দেশে ফিরবে। তাদের জন্য আয়োজন করতে হবে। আইসিসি এবং বিসিসিআই-এর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট।''মিলস জানিয়েছেন, ভারতের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের ক্রিকেটাররাও আতঙ্কিত। তবে এখনই ক্রিকেটারদের দেশে ফেরানোর কোনও ভাবনাচিন্তা তাঁদের নেই।

আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রথম সারির আম্পায়ার

আমদাবাদ: করোনা পরিস্থিতিতে ফের ধাক্কা খেল আইপিএল। আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রথম সারির আম্পায়ার। ভারতের সেরা আম্পায়ার নীতীন মেননের সঙ্গেই আইপিএলে আর ম্যাচ পরিচালনা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার তথা প্রথম সারির আম্পায়ার পল রাইফেল। জানা গিয়েছে, করোনা পরিস্থিতির জেরেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা নীতীন মেননের মা ও স্ত্রী করোনা পজিটিভ। সেই খবর পেয়েই জৈব সুরক্ষা বলয় ছেড়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন তিনি। আইসিসি-র এলিট প্যানেলে থাকা একমাত্র আম্পায়ার নীতীন। সম্প্রতি ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেও তাঁর ম্যাচ পরিচালনা, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রশংসিত হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, মা ও স্ত্রী করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়েই নীতীন সরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এই মুহূর্তে ম্যাচ পরিচালনা করার মানসিক অবস্থায় ছিলেন না। এর আগে, দিল্লি ক্যাপিটালসের রবিচন্দ্রন অশ্বিনও পরিবারের সদস্য করোনা আক্রান্ত খবর পেয়ে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ান। অ্যান্ড্রু টাই, অ্যাডাম জাম্পা ও কেন রিচার্ডসন, এই তিন অজি ক্রিকেটার করোনা ভীতির কারণেই আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর পর আম্পায়ার পল রাইফেলও সেই পথেই হাঁটলেন। ভারতে করোনা পরিস্থিতির জেরে এ দেশ থেকে কাউকে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে না দেওয়ার পথে হাঁটছে অস্ট্রেলিয়ার সরকার। বিমান চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। ট্র্যাভেল ব্যান এড়াতেই তড়িঘড়ি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন রাইফেল। যদিও সমস্ত ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফ কঠোর জৈব সুরক্ষা বলয়েই রয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিসিসিআইয়ের অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হেমাঙ্গ আমিন। আম্পায়ারদের যে পুল রয়েছে তার থেকেই মেনন ও রাইফেলের পরিবর্ত ঠিক করছে বিসিসিআই।

ওয়ার্নারদের হারিয়ে খেলার সুযোগ না পাওয়া ক্রিকেটারদের কৃতিত্ব দিলেন ধোনি

চেন্নাই, ২৯ এপ্রিল।। গত মরসুমের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে নতুন মরসুমে দারুণ খেলছে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। বুধবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সাত উইকেটে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জিতে খুশি চেন্নাই অধিনায়ক। দলের ব্যাটসম্যান ও বোলারদের কৃতিত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ধোনি সুযোগ না পাওয়া ক্রিকেটারদেরও কৃতিত্ব দেন।

ম্যাচের শেষে তিনি বলেন, ''আমাদের দল গত ৮-১০ বছরে বিশেষ বদলায়নি। ক্রিকেটাররা যারা আমাদের দলে নিয়মিত সুযোগ পায় না তাদেরও আমরা বাহবা দিতে চাই। আর বলতে চাই সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে নিজেদের ওপর বিশ্বাস এবং আস্থা হারিয়ে ফেলো না। তোমাদের সবসময় তৈরি থাকতে হবে। ওরা সাজঘরের পরিবেশ খুব ভাল রাখে। সবসময়ই সেটা খুব জরুরি। আমাদের জয়ে ওদের কৃতিত্বও কম নয়।''ধোনি আরও বলেন, ''আমরা আজ অসাধারণ ব্যাটিং করেছি। তবে বোলারেদের কৃতিত্বকে একেবারেই ছোট করব না। দিল্লির এই দারুণ উইকেটও আমাকে চমকে দিয়েছে। শিশিরের প্রভাব ছিল না। ওপেনাররা খুব ভাল খেলেছে।''ধোনি মনে করেন তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি গতবারের সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। তিনি বলেন, ''যত তাড়াতাড়ি সমস্যা সমাধান করা যায় ততই ভাল। ৫-৬ মাস আমরা ক্রিকেটের বাইরে ছিলাম। তারপর ফিরে এসে খেলা বেশ কঠিন। তার ওপর বেশ কিছুদিনের নিভৃতবাস আরও কঠিন করে দিয়েছিল আমাদের কাজ। তবে ক্রিকেটাররা অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে খেলছে এ মরসুমে।

পৃথ্বীর ধুন্ধুমার ব্যাটিং''য়ে নাইটদের হেলায় হারাল দিল্লি

আমদাবাদ: দিল্লির শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন-আপের বিরুদ্ধে বড় রান না তুললে বিপদ একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। তবু শেষদিকে রাসেলের ঝোড়ো ব্যাট কিছুটা হলেও লড়াইয়ের রসদ জুগিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম ওভারেই শিবম মাভি ২৫ রান খরচ করার পর লড়াইয়ে ফিরতে ব্যর্থ নাইট বোলাররা। পৃথ্বীর বিস্ফোরক ৮২ রানের ইনিংসে নাইটদের হেলায় হারাল দিল্লি।

১১টি চার এবং ৩টি ছয়ে সাজানো পৃথ্বীর ৪১ বলের ইনিংসের কোনও প্রত্যুত্তর ছিল না নাইট বোলারদের কাছে। ওপেনিং জুটিতে ১৩২ রান তুলে পার্পল ব্রিগেডকে কার্যত দুরমুশ করে দিলেন পৃথ্বী-ধাওয়ান জুটি। পৃথ্বী ঝড় তুললেও সংযত ব্যাটিং''য়ে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন ধাওয়ান। ২১ বল বাকি থাকতেই এদিন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেল দিল্লি।

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে এদিন টস জিতে নাইটদের ব্যাটিং''য়ে আমন্ত্রণ জানান দিল্লি অধিনায়ক ঋষভ পন্ত। ওপেনার শুভমান গিল ছন্দে ফিরলেও খুব একটা সাহসী ইনিংস খেলতে পারেননি। ৩৮ বল খেলে ৪৩ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। এছাড়া টপ-অর্ডার সফল নয়। অধিনায়ক মর্গ্যান গতদিনের ম্যাচ জেতানো ইনিংসের পর এদিন ফেরেন শূন্য রানে। শূন্য রানে ফেরেন নারিনও। ৮২ রানে ৫ উইকেট হারানো কেকেআরকে শেষদিকে টেনে তোলেন আন্দ্রে রাসেল। ২টি চার এবং ৪ টি ছয়ে তাঁর ২৭ বলে অপরাজিত ৪৫ রানে দেড়শোর গন্ডি পেরোয় নাইটরা। ১৫৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে প্রথম ওভারেই নজির গড়ে শিবম মাভিকে ৬টি বাউন্ডারি হাঁকান পৃথ্বী। যেন ছন্দ হারিয়ে ফেলে নাইটদের গোটা বোলিং বিভাগই। পাওয়ার-প্লে''তে ৬৭ রান তুলে জয়ের রাস্তা কার্যত সাফ করে ফেলেন পৃথ্বী-ধাওয়ান। ১৮ বলে অর্ধশতরান আসে পৃথ্বীর ব্যাটে। একাদশতম ওভারে শতরানের গন্ডি ছুঁয়ে ফেলে দিল্লি। এরপর তাদের জয় ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। তিনটি উইকেট হারালেও দিল্লির জয় কোনওভাবেই আটকায়নি। ৪৬ রান করে আউট হন ধাওয়ান। ৪১ বলে বিস্ফোরক ৮২ রান করে আউট হন পৃথ্বী। আর জয় থেকে চার রান দূরে দাঁড়িয়ে অধিনায়ক পন্ত ফেরেন ৮ বলে ১৬ রান করে। তবুও ২১ বল বাকি থাকতেই লক্ষ্যমাত্রা হাসিল করে নেয় দিল্লি। পঞ্চম জয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল পন্ত অ্যান্ড কোম্পানি।

ম্যাচ গড়াপেটায় এবার নির্বাসিত হলেন নুয়ান জোয়সা

ম্যাচ গড়াপেটায় এবার নির্বাসিত হলেন নুয়ান জোয়সা। বুধবার তাঁকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ৬ বছরের জন্য নির্বাসিত করেছে আইসিসি। এক সন্দেহজন ভারতীয় বুকির সঙ্গে ম্যাচ গড়াপেটা করার চেষ্টা করেছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন পেসার।৩১ অক্টোবর, ২০১৮। জোয়সাকে সাময়িকভাবে নির্বাসিত করা হয়েছিল। কিন্তু এদিন তাঁকে ছ'' বছরের জন্য নির্বাসিত করে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। ৪২ বছরের লঙ্কান এই বাঁ-হাতি পেসার দেশের হয়ে ১২৫টি ম্যাচ খেলেছেন। তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারে বেশ কয়েকবার অ্যান্টি-করাপশন শাখার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। জাতীয় দলের কোচের ভূমিকাও পালন করেছেন জোয়সা।আইসিসি-র জেনারেল ম্যানেজার অ্যালেক্স মার্শাল বলেন, ''নুয়ান শ্রীলঙ্কার হয়ে ১২৫টি ম্যাচ খেলেছে।

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে বেশ কয়েকবার অ্যান্টি-করাপশন সেশনে উপস্থিত থেকেছে। ও জাতীয় দলের কোচের ভূমিকাও পালন করেছে। ওর উচিত ছিল একজন রোল মডেলের মতো আচরণ করা। তা না-করে ও দুর্নীতিতে জড়িয়েছে। ম্যাচ গড়াপেটা করা এক ধরনের প্রতারণা। যা কখনও মেনে যায় না।''১৯৯৭ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলেছেন জোয়সা। ১০ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে দেশের হয়ে ৩০টি টেস্ট এবং ৯৫টি ওয়ান ডে খেলেছেন লঙ্কান এই পেসার। ১৯৯৭ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ও ওয়ান ডে অভিষেক হয় জোয়সার। ক্রিকেট কেরিয়ারকে বিদায় জানানোর পর ২০১৭ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে টি-১০ টুর্নামেন্টে শ্রীলঙ্কার কোচ ছিলেন তিনি। তারপর অর্থাত২০১৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ ওঠে।আইসিসি এক বিবৃতে জানিয়েছে, জোয়সা শ্রীলঙ্কা-এ দলের বোলিং কোচ থাকাকালীন ২০১৭ সালে কলম্বোয় এক ভারতীয় বুকির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কয়েকবার দেখা হওয়ার পর প্রাক্তন এই শ্রীলঙ্কান বোলারকে ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব দিয়েছিল বুকি।

রাজস্থানকে হেলায় হারিয়ে জয়ে ফিরল মুম্বই, রানে ফিরলেন ডিকক

রাজস্থান রয়্যালস: ১৭১/৪ (২০ ওভার)

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স: ১৭২/৩ (১৮.৩ ওভার)

দুরন্ত ডিকক। আর দক্ষিণ আফ্রিকান তারকার ব্যাটের সৌজন্যেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স চলতি টুর্নামেন্টে নিজেদের তৃতীয় জয় তুলে নিল। রাজস্থান রয়্যালসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে জয়ে ফিরল মুম্বই। বেশ কিছু ম্যাচেই রান পাচ্ছিলেন না ডিকক। প্রথম ম্যাচের পরেই ক্রিস লিনকে বসিয়ে ডিককে খেলানোয় মুম্বইয়ের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। তবে সেই ডিককই এদিন জেতালেন রোহিতের দলকে। ১৭১ তাড়া করতে নেমে মুম্বইকে ভাল ওপেনিং উপহার দেন ডিকক-রোহিত। দলীয় হাফসেঞ্চুরির ঠিক আগেই ব্যক্তিগত ১৯ রানের মাথায় হিটম্যান আউট হলেও, মুম্বইকে টানতে থাকেন ডিকক-সূর্যকুমার যাদব। তবে সূর্যকুমারও এদিন ব্যাট হাতে সেভাবে জ্বলে উঠতে ব্যর্থ। এরপরে ক্রুনাল পান্ডিয়ার সঙ্গে ৬১ রানের পার্টনারশিপে ডিকক দলকে জয়ের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। এরপরে মুস্তাফিজুরের বলে ক্রুনাল (৩৯) আউট হলেও পোলার্ড-ডিকক জুড়ি দলকে জয় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। তার আগে বৃহস্পতিবার রাজস্থান রয়্যালসও ভাল ব্যাটিংয়ের নমুনা রাখে। টপ অর্ডারের প্রত্যেকেই প্রায় রান পেয়েছিলেন- জস বাটলার (৪১), যশস্বী জয়সোয়াল (৩২), সঞ্জু স্যামসন (৪২), শিভম দুবে (৩৫)। দুরন্ত ব্যাটিংয়ের জন্যই মুম্বইয়ের বিপক্ষে চ্যালেঞ্জিং টার্গেট খাড়া করেছিল রাজস্থান। তবে শেষরক্ষা হল না।

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের দিকে পা বাড়িয়ে রাখল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

মাদ্রিদ, ২৯ এপ্রিল।। প্যারিসে নিজেদের অ্যাওয়ে ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও প্যারিস সাঁ জাঁ-কে ২-১ গোলে হারাল পেপ গুয়ার্দিওয়ার দল।গত চার মরশুম ধরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে যাওয়া, বিশেষ করে লিভারপুল, টটেনহ্যাম বা লিয়ঁ-র বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজয়ের পর প্রবল সমালোচিত হয়েছেন গুয়ার্দিওলা। বিপক্ষকে নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা বা দল গঠনে তার প্রভাব পড়াকেই এর জন্য দায়ী করা হতো। কিন্তু নেইমার-এমবাপে-দি মারিয়াদের বিরুদ্ধে ম্যান সিটিতে পাঁচ বছরের কেরিয়ারে সবচেয়ে বড় ম্যাচে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটেননি ম্যান সিটি-র ম্যানেজার। তবে প্যারিসে গতকালের খেলার প্রথমার্ধে কিছুটা ভীত ও ছন্নছাড়া দেখিয়েছে ম্যান সিটিকে। যার সুযোগ নিয়ে অধিনায়ক মার্কুইনহোসের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। প্রথমার্ধে এই ১-০ গোলে এগিয়েও ছিলেন নেইমাররা।তবে দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেই বিপক্ষকে উড়িয়ে দেয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষে থাকা ম্যান সিটি। ৬৪ মিনিটে বিপক্ষ গোলকিপার কেইলর নাভাসকে বোকা বানিয়ে বল জালে জড়িয়ে সমতা ফেরান কেভিন ডি ব্রুইন। ৭১ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন রিয়াদ মাহরেজ। পিএসজি কোচ মরিসিও পোচেত্তিনো স্বীকার করে নিয়েছেন, দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের চেয়ে ভালো ফুটবল খেলেছে ম্যান সিটি। শারীরিকভাবেও আক্রমণাত্মক থাকায় বল দখলের লড়াইয়ে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হয়ছে। সেমিফাইনালে ঘরের মাঠে দুই গোল হজম করাকেও বেদনাদায়ক বলছেন পিএসজি কোচ। পিএসজি-কে শেষ দিকে ১০ জনে খেলতে হয় ৭৭ মিনিটে বিপজ্জনক ট্যাকল করে ৭৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখায় ।পেপ গুয়ার্দিওলা চাইছেন, ফাইনালের কথা না ভেবে তাঁর ফুটবলাররা রিল্যাক্সড থাকুন আগামী কয়েকটা দিন। দলের খেলায় সন্তুষ্ট ম্যান সিটি ম্যানেজার বলেন, শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও বেশি গোল করেছে পিএসজি। তাই প্রথম দিকে তাঁদের সমীহ করেই খেলতে হতো। সে কারণেই কিছুটা রক্ষণাত্মক থেকে পরে আমরা আক্রমণে ঝাঁপিয়েছি। দ্বিতীয়ার্ধে যে ফুটবল দল খেলেছে সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে নিজেদের ঘরের মাঠে সেটাই বজায় রাখতে চান তিনি। তবে এই ম্যাচেও ম্যান সিটির রক্ষণকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া, নেইমাররা। গোলের সুযোগও তৈরি হয়েছিল। তবে কাজের কাজ হয়নি। পেনাল্টি এরিয়ায় ঢুকে পড়েও বিপক্ষ গোলকিপারের হাতে বল জমা করে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন ফিল ফডেনও। তবে অ্যাওয়ে ম্যাচে ২ গোল করে এবং ২-১ ব্যবধানে জিতে ফাইনালের দিকে পা বাড়িয়ে রাখল ম্যান সিটি।

আইপিএল নিয়ে বাড়ছে অসন্তোষ, তোপ লিনেকারের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল।। যে রাজধানীতে করোনা সঙ্কট তীব্র, অক্সিজেনের হাহাকার চলছে, সেখানেই রমরমিয়ে চলল চেন্নাই সুপার কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ। কোভিড নিয়ে জাতীয় বিপর্যয়ের মধ্যেও বন্ধ হয়নি আইপিএল। শুধু ক্রিকেট নয়, বিভিন্ন খেলার আন্তর্জাতিক তারকারাও এ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট মহল থেকে কারও কণ্ঠ খুব একটা শোনা যায়নি।ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবল তারকা গ্যারি লিনেকার টুইট করে বলেছেন, দেশের এমন তীব্র সঙ্কটের মুহূর্তে আইপিএল চালিয়ে যাওয়াটা ঘোর অন্যায়। ''আমি নিজেও আইপিএল দেখতে ভালবাসি। কিন্তু কোভিড বিপর্যয়ের মধ্যে তা চালিয়ে যাওয়াটা ঘোর অন্যায় হচ্ছে। রানের চেয়েও দ্রুতগতিতে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন!'' বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন লিনেকার। আইপিএলে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তিন জন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই আইপিএল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া ভারত থেকে সব উড়ান বন্ধ করে দিয়েছে। ক্রিস লিনের মতো কেউ কেউ দাবি করেছেন, চার্টার্ড ফ্লাইটে তাঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করা হোক। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন সোজাসাপ্টা বলে দিয়েছেন, ক্রিকেটারদের ফেরার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। যদিও এ দিন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের সংস্থা জানিয়েছে, তারা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কথা বলছে, যদি ক্রিকেটারদের ফেরানোর জন্য চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা যায়। বিশ্ব জুড়ে সমালোচিত হচ্ছে ভারতীয় বোর্ডের বিদেশি ক্রিকেটারদের অভয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের খবর, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সিওও চিঠি লিখে বিদেশি ক্রিকেটারদের জানিয়েছেন, দেশে ফেরা নিয়ে তোমরা কেউ ভেবো না। প্রয়োজনে ভারতীয় বোর্ড ব্যবস্থা করবে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে যে, দেশে যখন অক্সিজেন সঙ্কট, হাসপাতালে বেড পাওয়া যাচ্ছে না, জাতীয় বিপর্যয়ের চেহারা নিয়েছে কোভিড অতিমারি, তখন আইপিএল চালিয়ে যাওয়ার জন্য এত মরিয়া কেন বোর্ড? জনতার মনে আরও প্রশ্ন, সরঞ্জামের অভাবে অনেক শহরে কোভিডের পরীক্ষা করা যাচ্ছে না। সেখানে বোর্ড কর্তারা বলছেন, আইপিএলের জৈব সুরক্ষা বলয়ের স্বাস্থ্যবিধি আরও জোরদার করা হবে। তার জন্য বাড়ানো হতে পারে কোভিড পরীক্ষার হার। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যে, ''সাধারণ মানুষের জন্য কিট যদি না থাকে, আইপিএলের বলয়ে কী করে সব দলের এত বার পরীক্ষা হচ্ছে? আর সেটা কতটাই বা জরুরি?'' অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার ক্রিস লিন জানিয়েছেন, সম্ভবত সামনের সপ্তাহেই তাঁরা প্রতিষেধক পেয়ে যাবেন। এ নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে যে, দেশজুড়ে যখন প্রতিষেধকের আকাল, তখন আইপিএল খেলবেন বলে সুস্থ-সবল ক্রিকেটারদের কেন তড়িঘড়ি প্রতিষেধক দেওয়া হবে? তারকা বলে আলাদা সুবিধা কেন?

NOTICE

One Laboratory Technician (purely temporary & contractual) is required for the ICMR project titled, "Assessment of blood Thiamine level in infants presenting **with cardiac failure** or **encephalopathy or both:** a hospital based cross sectional **study in North East India".**

Name of the Post	Number of Vacancy	Upper Age Limit	Initial Duration	Minimum Qualification	Monthly consolidated remuneration
Laboratory Technician	1 (One) UR	28th Years	1 year	B.Sc in Medical Laboratory Technology or its Equivalent	Rs. 18,000/-

Details may be seen in AGMC Website.
https://www.agmc.nic.in/

Sd/- Illegible
Principal
Agartala Government Medical College,
Agartala, Tripura.

ICA-D-122/2021-22

বর্ষা আসন্ন। দুর্গাবাড়িতে প্রস্তুত করা হচ্ছে বোট। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

শেষ হল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন, ২ মে ফের ক্ষমতায় ফিরবেন মমতা, নাকি ফুটবে পদ্ম, শুরু অপেক্ষা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): চূড়ান্ত পর্যায়ে ভোটগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বৃহস্পতিবার শেষ হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ২০২১-এর বহুল প্রচারিত নির্বাচন। শেষ দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ভোট পড়ল ৭৬.০৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে শেষ দফায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন ভোটাররা। শেষ দফায় আজ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম এই চার জেলার ৩৫টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচন কমিশনের বিবৃতি অনুসারে, সবচেয়ে বেশি ভোট অনুব্রত গড় বীরভূমে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়ল ৮১.৮৭ শতাংশ। মালদায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত৮০.০৬শতাংশ মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদে ভোট পড়ল ৭৮.০৭ শতাংশ হারে। সপ্তম দফার মত শেষ দফায়ও ভোট দানের হারে পিছিয়ে রয়েছে কলকাতা। এখানে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মাত্র ৫৭.৫৩ শতাংশ ভোট পড়েছে।আজ মোট ২৮৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য ইভিএম-এ ধরা পড়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরে, ইভিএমগুলি সরিয়ে স্ট্রং রুমে নেওয়া হয়েছে।

আগামী ২ মে সকাল ৮ টা থেকে গণনা শুরু হবে। পশ্চিমবঙ্গের ১০৮টি ভোটকেন্দ্রে গণনা অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা বিবেচনায়, কঠোর সুরক্ষা এবং করোনার প্রতিরোধ প্রোটোকল অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই গণনা দিয়ে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বাংলায় রাজত্ব করবেন নাকি রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি।এবার আট দফায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৭ মার্চ প্রথম দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তারপরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ যথাক্রমে ১ এপ্রিল, ৬ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ২২ এপ্রিল এবং ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অষ্টম তথা চূড়ান্ত পর্বের জন্য ভোট গ্রহণ হয় আজ ২৯ এপ্রিল । আর এর সঙ্গে সঙ্গে, ২৯২ টি আসনে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে।

তবে দুটি আসনের ভোটগ্রহণ ১৬ মে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ২৯৪, তবে করোনার সংক্রমণের কারণে দুই প্রার্থী মারা গেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর ও শমসেরগঞ্জ বিধানসভা আসনে ১৬ মে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে টিএমসি সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার রয়েছে। তবে ২০১২ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসন জয়ের পরে বিজেপি ধারাবাহিকভাবে টিএমসিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই নন্দীগ্রাম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং নির্বাচনী প্রচারের সময় আহত হয়েছিলেন। তিনি হুইলচেয়ারে বসে প্রচার চালিয়েছেন। এখন দেখার ভোটাররা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আবার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন কিম্বা বাংলায় প্রথমবারের মতো পদ্ম ফোটবে।তার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে ২ মে পর্যন্ত।

পাঁচদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মরাছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। পাঁচদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তালা খুলে দেওয়া হয়নি কমলপুর থানার অন্তর্গত মরাছড়া পঞ্চায়েতের উত্তর মরাছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটির। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের তালা নাখোলার ফলে করোনা আবহে এলাকা সহ চার গ্রামের রোগীদের চরম দুর্ভোগে কাটাতে হচ্ছে। কবে নাগাদ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের তালা খোলা হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।কমলপুর থানার অন্তর্গত দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের অধীন মরাছড়া পঞ্চায়েতের উত্তর মরাছড়া গ্রাম। গ্রামে মিশ্র জনবসতি এক হাজারের অধিক পরিবারের বসবাস। তাছাড়া রয়েছে পার্শবর্তী আরো তিনটি গ্রাম। উত্তর মরাছড়া গ্রামে গত বামফ্রন্ট আমলে এলাকার জনগণের দাবি অনুসারে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা হয়। সেই সময়ে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ভূমি দান করেন সুজিত দেবরায় নামে এক ব্যক্তি। উনি মরাছড়া পঞ্চায়েতের কাছে মৌখিক চুক্তি করেন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ভূমি দান করলে উনাকে একটি সরকারি চাকরি দিতে হবে এবং দালাল ঘরে ভূমি দাতার নাম স্মৃতিফলক হিসেবে লিখে রাখতে হবে। সে অনুযায়ী ভূমি দাতা সুজিত দেবরায় নাম লিখে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁর দাবি অনুযায়ী মাসিক দুশো টাকা বেতনের কাজ দেওয়া হয়। প্রায় দশ বছর হয়ে যায় ২০০ টাকা থেকে এক পয়সাও বেতন বাড়ে নি।

তাতে ক্ষুব্দ হয়ে ভূমিদাতা আয়ুষ্মান ভারত উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেন। উনার এই তালা ঝুলানোর ফলে ফার্মাসিস্ট এবং নার্স কর্মীরা গত পাঁচ দিন যাবত ডিউটি করতে এসে ফিরে যাচ্ছে। এতে স্বাস্থ্যপরিসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে উত্তর মরাছড়া সহ চারটি গ্রামের হাজার হাজার রোগীরা। বর্তমানে করোনা আবহে প্রথম ও দ্বিতীয় বার ভ্যাকসিন নিতে আসা সাধারণ মানুষদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ভূমি দাতা সুজিত দেবরায় জানান বিগত আমল থেকে ২০০ টাকা বেতনে উনি আয়ুষ্মান ভবনের উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঝাড়পোঁছের কাজ করছেন। আজ পর্যন্ত একটি পয়সাও বেতন বাড়ে নি। ফলে তিনি ক্ষোভ জানিয়ে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেন।

মরাছড়া পঞ্চায়েতের সদস্য ইয়াসিন আলী জানান, ভূমি দাতা সুজিত দেবরায়ের দাবিতে তার নাম লিখে দেওয়া হয়েছে। তার বেতন কাঠামো বাড়াটা পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আলোচনার বিষয়।এতে সময় লাগবে। এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে। উত্তর মরাছড়া গ্রামের বাসিন্দা জনৈকা মহিলা জানান, এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আজ পাঁচদিন যাবত তালা ঝুলানো অবস্থায় আছে। প্রতিদিন প্রচুর গ্রামের রোগীরা আসেন এখানে চিকিৎসা করাতে। তালা ঝোলালোর পরিপ্রেক্ষিতে রোগীরা এসে ফিরে যাচ্ছে, স্বাস্থ্যকর্মীরাও ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে করে রোগীরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ নিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে।

জগন্নাথ দিঘীতেখুব শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে ওয়াটার স্কুটি পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। বাম আমলে অবহেলিত উদয়পুর জগন্নাথ দিঘীতে রাম আমলে খুব শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে ওয়াটার স্কুটি পরিষেবা। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে উদয়পুর পুর পরিষদ এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের নিকট দুটি ওয়াটার স্কুটি প্রদান করা হয়। খুব শীঘ্রই উদয়পুর জগন্নাথ দীঘি সহ উদয়পুরের অন্য আরো কয়েকটি দিঘিতে ওয়াটার স্কুটি চালানো হবে বলে জানানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই ওয়াটার স্কুটি কে কেন্দ্র করে উদয়পুর শহরের ও শহরতলির জনগন সহ পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ দীঘিতে ওয়াটার স্কুটি চালনার ট্রায়ালকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উদয়পুর পুর পরিষদের সদ্য প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার বলেন খুব শীঘ্রই পর্যটকদের আকৃষ্ট করে তুলতে উদয়পুর জগন্নাথ দিঘী সহ আরেকটি দিঘীর মধ্যে পর্যটক দের জন্য ওয়াটার স্কুটি পরিষেবা চালু করা হবে।

উল্লেখ্য উদয়পুর শহর দিঘির শহর হিসেবে পরিচিত থাকলেও বাম আমলের নেতা মন্ত্রীদের উদার মানসিকতা না থাকায় দিঘি গুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহন করেন নি, রাম আমলে রাধাকিশোরপুর বিধান সভা কেন্দ্রের দুই বারের বিধায়ক তথা ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দিঘির সংস্কার সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে শহরবাসী অভিমত ব্যক্ত করেন ।

রাজ্যগুলোকে ১৬ কোটি টিকাকরণের ডোজ পাঠানো হয়েছে :ডঃ হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স) : আগামী দু-তিনদিনের মধ্যে রাজ্যগুলোকে আরও এক লাখ করে ডোজ পাঠানো হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধন। বৃহস্পতিবার তিনি রাজধানীর লেডি হার্ডিংস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন। সেখানে হাসপাতালের সম্প্রসারণ অংশের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। সেখানে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে ১৬ কোটি টিকার ডোজ পাঠানো হয়েছে।যার মধ্যে ১৫ কোটি ডোজ টিকাকরণ হয়েছে। এখনও এক কোটি ডোজ হাতে রয়েছে। এর পাশাপাশি আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে রাজ্যগুলোকে আরও এক লাখ করে ডোজ পাঠানো হবে। রাজ্যগুলোর ভ্যাকসিনের কোন অভাব নেই বলেও তিনি সাফ জানিয়েছেন। এদিন তিনি মেডিকেল কলেজের আরও ৪০০ বেডের সম্প্রসারণের উদ্বোধন করেন। এই বেডগুলোতে অক্সিজেন ও ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

করোনা-মুক্ত মনমোহন সিং এইমস থেকে মিলল ছুটি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): করোনা-মুক্ত হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। করোনা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন মনমোহন সিং। তাই বৃহস্পতিবার দিল্লি এইমস-এর ট্রমা সেন্টার থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। গত ১৯ এপ্রিল মনমোহন সিংয়ের করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। ওই দিনই দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এমস)-এর ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয় মনমোহনকে।

৮৮ বছরের মনমোহনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি ছিল, তাই বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল তাঁকে। ১৯ থেকে ২৯-এই কয়েকদিনের চিকিৎসার করোনা-মুক্ত হয়েছেন মনমোহন সিং। বৃহস্পতিবার দিল্লি এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন মনমোহন সিং। তাঁকে ট্রমা সেন্টার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৪ মার্চ দিল্লির এইমস-এ গিয়েই সস্ত্রীক প্রতিষেধকের প্রথম ডোজ নেন মনমোহন।

সঙ্কটে ভারত নাগরিকদের ফেরার নির্দেশ আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্তে নাজেহাল অবস্থা ভারতের। প্রতিদিনই হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। এমতাবস্থায় ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করে মার্কিন নাগরিকদের ফেরার নির্দেশ দিল আমেরিকা। যত শীঘ্র সম্ভব ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যে ভারতে অক্সিজেন, টিকা, ওষুধের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

১৮ উর্ধদের দেওয়ার মতো ভ্যাকসিন মজুত নেই, জানিয়ে দিল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স) : মুম্বইয়ের পর এবার দিল্লিও জানিয়ে দিল ১ মে থেকে ১৮ উর্ধদের টিকা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ তাদের কাছে এই পরিমাণ ভ্যাকসিন নেই। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানান, শহরে এখন ভ্যাকসিন নেই। দিল্লি সরকার বেসরকারি সংস্থার থেকে ভ্যাকসিন কেনার চেষ্টা করছে। ভ্যাকসিন পাওয়া গেলে শহরবাসীকে জানানো হবে। তাঁর কথায়, "এখন আমাদের কাছে ভ্যাকসিন নেই। আমরা বিভিন্ন কোম্পানির কাছে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছি।"

গত সোমবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, তাঁর সরকার বিভিন্ন কোম্পানির থেকে ভ্যাকসিনের ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ডোজ কিনবে। গত বুধবার দিল্লিতে কোভিডে আক্রান্ত হন ২৫ হাজার ২৯৬ জন। মারা গিয়েছেন ৩৬৮ জন। অতিমহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে দিল্লিতে সংক্রমিত হয়েছেন মোট ১১ লক্ষ মানুষ। মারা গিয়েছেন ১৫ হাজার জনের বেশি। পর পর সাত দিন রাজধানীতে দৈনিক ৩০০ জনের বেশি মারা গিয়েছেন। এর আগে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কমিশনের অতিরিক্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার অশ্বিনী ভিদে টুইট করে জানান, শহরে ভ্যাকসিনের যথেষ্ট সংখ্যক ডোজ আসার পরে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের টিকা দেওয়া হবে। কমবয়সীদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে অশ্বিনী ভিদে বলেন, "আমাদের হাতে ভ্যাকসিনের যথেষ্ট সংখ্যক ডোজ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আপনাদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হবে না। কখন আপনাদের টিকা দেওয়া হবে আমরা পরে বিস্তারিত জানাব। দয়া করে সাবধানে থাকুন। ডবল মাস্ক পরুন।" মুম্বইতে এখন ৪৫ উর্ধদের টিকা দেওয়া চলবে।

এবার দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের প্রাক্তন পুলিশকর্তা পরমবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে

মুম্বই, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): এ বার দুর্নীতি ও অভিযোগকারীদের হেনস্থার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হল মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ আনা পরমবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে। আইপিএস অফিসার পরমবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে আকোলা জেলায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ভিমরাও ঘাঢ়গে নামক এক পুলিশ অফিসার পরমবীর সিং সহ আরও ৩৩ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। পরবর্তী সময়ে এই মামলাটি থানে সিটি পুলিশের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং ছাড়াও আর্থিক অপরাধ শাখার ডিসিপি পরাগ মারেনের নামেও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগকারী পুলিশ অফিসার ঘাটগে জানান, ২০১৫ সাল থেকে ২০১৮ সালে তিনি থানে থানায় কর্মরত ছিলেন। সেই সময় তাঁকে পরমবীর সিং এফআইআরে উল্লেখিত কয়েকজনের নামে চার্জশিট দাখিল করতে বারণ করেন। তিনি এই নির্দেশ মানতে না চাওয়ায় তাঁর নামে পাঁচটি ভুয়ো এফআইআর দায়ের করা হয় ও কাজ থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, বহু পুলিশ অফিসারই পরমবীর সিংয়ের নির্দেশে বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৭ মার্চ পরমবীর সিংকে পুলিশ কমিশনার পদ থেকে বদলি করে হোমগার্ডের প্রধান করা হয়। এরপরই তিনি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের নামে তোলাবাজি ও বিভিন্ন মামলা প্রভাবিত করার অভিযোগ আনেন। বর্তমানে সিবিআই গোটা বিষয়টির তদন্ত করছে।

সন্ধ্যার পরে টানটান উত্তেজনায় আগ্রহীরা মজে ছোটপর্দায় এক্সিট পোল

।। অশোক সেনগুপ্ত।। কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম অর্থাৎ শেষ পর্যায়ের ভোট শেষ না হতেই চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে এক্সিট পোল (বুথ-ফেরত সমীক্ষা) নিয়ে। দেশের বাকি যে চার রাজ্যে এবার বিধানসভা ভোট হয়েছে, সেগুলোর তুলনায় এ ব্যাপারে আকর্ষণ ও উত্তেজনা বেশি পশ্চিমবঙ্গে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই একাধিক চ্যানেল পরিবেশন করেছে এই সমীক্ষা। আগ্রহীরা সকলেই বসে গিয়েছেন ছোট পর্দার সামনে। শুক্রবার বিভিন্ন সংবাদপত্রে থাকবে এই সমীক্ষার ফলাফল।

এক্সিট পোল শুরু হয় ১৯৬৭ সালে, হল্যান্ডের একটি নির্বাচনে। মতান্তরে সে বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেনটাকির একটি নির্বাচনে এর প্রথম প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল। ভারতে গত শতকে আশির দশকের মাঝপর্বে এই রকম সমীক্ষার শুরু। এর পর ১৯৯৬ সালে 'সেন্টার ফর দি স্টাডি অফ ডেভলপিং সোসাইটিজ'-এর সহযোগিতায় দূরদর্শন এই সমীক্ষা করে।

এক্সিট পোল নিয়ে বিতর্ক সব দেশেই কমবেশি চলে। সিঙ্গাপুরে এটি নিষিদ্ধ। ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি সহ অধিকাংশ দেশেই ভোট শেষ হওয়ার আগে এই সমীক্ষাপ্রকাশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ভারতেও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৬ (ক) ধারায় এটি নিয়ন্ত্রিত হয়। ভোট শেষ হওয়ার আগে কোনও সমীক্ষক সংস্থা এটি প্রকাশের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হলে তার দু'বছর সাজা অথবা জরিমানা অথবা দুইই হতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চল, লিঙ্গ, বয়স, ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রভৃতি বেছে বিশেষ পদ্ধতিতে এই সমীক্ষা করা হয়, যাকে বলে রান্ডম স্যাম্পলিং। নির্বাচনী ইতিহাস বলছে অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের বুথ ফেরত বা প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা মেলে না। আবার অনেক সময় মেলেও। তাই বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, লোকের কৌতূহল থাকে।

২০০৪ এবং ২০০৯ সালে অধিকাংশ সমীক্ষায় (এক্সিট পোল) ভবিষ্যদ্বাণীতে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট এগিয়ে থাকলেও সরকার গঠন করেছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট।২০১৪-র ইন্ডিয়া টুডে/সিআইসিআর ও-র বুথ-ফেরত সমীক্ষায় বলা হয়, বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ ২৬১ থেকে ২৮৩টি আসন পেতে পারে। আর ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ পেতে পারে ১১০ থেকে ১২০টি আসন। অন্যান্য দল ১৫০ থেকে ১৬২টি আসন পেতে পারে।এবিপি-নিয়েলসনের সমীক্ষা বলেছিল, এনডিএ ২৭ টির বেশি এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট ১১০টি আসন পেতে পারে।

টাইমস নাউ-ওআরজির সমীক্ষা জানিয়েছিল, বিজেপি এককভাবে ২১৮টি ও জোটগতভাবে এনডিএ ২৪৯টি আর ইউপিএ ১৪৮টি আসন পেতে পারে। ২০১৪-তে এনডিএ এবং ইউপিএ পেয়েছিল যথাক্রমে ২৮২ ও ৫৯ (কংগ্রেস ৪৪)।

২০১৬ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কোন সংস্থার এক্সিট পোলে কী দেখানো হয়েছিল:

সি-ভোটার: তৃণমূল ১৬৭, বাম-কংগ্রেস ১২০, বিজেপি ৪, অন্যান্য ৩

ইন্ডিয়া টুডে: অ্যাক্সিস: তৃণমূল ২৪৩, বাম-কংগ্রেস ৪৪, বিজেপি ৪, অন্যান্য ৩

টুডেজ চাণক্য: তৃণমূল ২১০, বাম-কংগ্রেস ৭০, বিজেপি ১৪, অন্যান্য ০

এবিপি-নিয়েলসন: তৃণমূল ১৬৩, বাম-কংগ্রেস ১২৬, বিজেপি ১, অন্যান্য ৪

এনডিটিভি: তৃণমূল ১৮৪, বাম-কংগ্রেস ১০৩, বিজেপি ৫, অন্যান্য ২

নিউজ নেশন: তৃণমূল ১৫৩, বাম-কংগ্রেস ১৩৬, বিজেপি ০, অন্যান্য ৫

ব্রেস-নিউজ টাইম: তৃণমূল ২১৪, বাম-কংগ্রেস ৭২, বিজেপি ৩, অন্যান্য ৫

বাংলার চূড়ান্ত ফলাফল: তৃণমূল ২১১, বাম ৩৫, কংগ্রেস ৪২, বিজেপি ৩, অন্যান্য ৪

সর্বশেষ যে এক্সিট পোল আমরা পেয়েছি, সেটি গত বিহার বিধানসভার। গত নভেম্বর মাসে সব সমীক্ষায় বলা হয়েছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কতটা মিলেছিল এক্সিট পোল?

২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।